নবরত্ন

চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক
খন্দকার লুৎফুন নাহার • এ বি নুরুল হক
হাজী নূর মোহাম্মদ • হামিদা আক্তার
ওমর ফারুক • লুৎফর রহমান রিফাত
কাজী মাহবুবা ইয়াছমিন মাবু
সফুরউদ্দিন প্রভাত

ছায়াবীথি

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ফাল্গুন ১৪৩০

প্রকাশক
জাহাঙ্গীর আলম
ছায়াবীথি
১০/২ এ পুরানা পল্টন লাইন, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩-৮০৭৫৩৯, ০১৮৭২৭৩৪৫০৫
E-mail : chayabithi2012@gmail.com
Web: www.chhayabithi.com

গ্রন্থস্বত্ব
আলোর পথযাত্রী পাঠাগার

প্রচ্ছদ
সুজন জাহাঙ্গীর

পরিবেশক
আলোর পথযাত্রী পাঠাগার
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৩-৫০৪৪৪১
www.alorpothjatri.com

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/chayabithi
www.chhayabithi.com
http://quickkcart.com
http://boiferry.com/publisher/chayabithi

কম্পিউটার কম্পোজ
এলিয়েন গ্রাফিক্স, ৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ প্রিন্টিং
৮৬ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

NOBOROTNO Published by Jahangir Alam, Chhayabithi
10/2 Purana Paltan Line, 1st Floor, Dhaka 1000

Local Price in BDT : 300.00 Only
Intl. Price in USD : $ 15.00 Only

ISBN : 978-984-97782-2-6

উৎসর্গ

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু

মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য

নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা)

ভূমিকা

কবিতা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন শাখা। প্রথম গ্রন্থের নাম 'চর্যাপদ'। তখন থেকেই পদবার্তা বা কবি কথাটার প্রচলন। আমাদের আলোচ্য বিষয় আড়াইহাজার উপজেলার নয়জন কবি– এক কথায় নবরত্ন। এই নবরত্ন হলেন– মনিরুজ্জামান মানিক, খন্দকার লুৎফুন নাহার, এ বি নূরুল হক, হাজী নূর মোহাম্মদ, মোসাঃ হামিদা আক্তার, ওমর ফারুক, লুৎফর রহমান রিফাত, কাজী মাহবুবা ইয়াছমিন ও সফুরউদ্দিন প্রভাত। হাজী নূর মোহাম্মদ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেও সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কবি কথাটা একটা প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ডক্টর আহমদ শরীফের ভাষায়, নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন মাত্রেই প্রতিভার দান। ইচ্ছা করলেই কেউ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। দুনিয়াতে স্তরে স্তরে কোটি কোটি মানুষ এসেছে, গেছে। নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করতে পেরেছে কয়জন? ব্যবহারিক জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে দ্রব্যসামগ্রীই হোক, রান্না-বান্নার কলা-কৌশলই হোক, সমাজে ধর্মে-রাষ্ট্রে বা আচার-আচরণেই হোক, নতুন উদ্ভাবন সহজ কথা নয়। এতে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ সৃষ্টিশীল নয়, সৃষ্টির পরিকল্পনা তাদের মধ্যে নেই।

আড়াইহাজারের লাখ লাখ মানুষের মধ্যে নয় জন তাঁদের চিন্তায়-চেতনায় ভাবের গভীরতায় আলাদা হয়ে উঠেছেন। শুধু কবিতার মধ্যে দিয়ে নয়, তাঁরা বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রশিল্প, শিক্ষকতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান স্বীকৃত। তাই তাঁরা নয় জন কবিকে এক কথায় বলা যায় 'নবরত্ন'।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন বাবুল
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

সূচিপত্র

চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক ● ৭
খন্দকার লুৎফুন নাহার ● ১৯
এ বি নুরুল হক ● ৩৯
হাজী নূর মোহাম্মদ ● ৪৯
মোসা. হামিদা আক্তার ● ৫৫
ওমর ফারুক ● ৬৩
লুৎফর রহমান রিফাত ● ৬৭
কাজী মাহবুবা ইয়াছমিন ● ৭১
সফুরউদ্দিন প্রভাত ● ৮৭

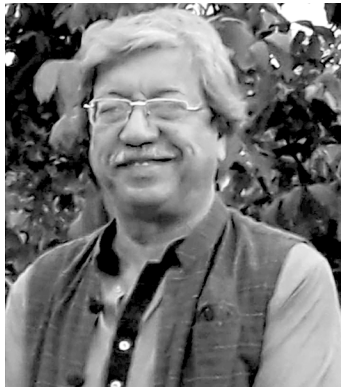

চিত্রকর মনিরুজ্জামন মানিক

চিত্রকর মনিরুজ্জামান মানিক এর জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ সালে নরসিংদী জেলার, পূর্ব ব্রাহ্মন্দীতে। বর্তমানে আড়াইহাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। দীর্ঘসময় ধরে বিদেশে ও দেশে চিত্রকলার শিক্ষকতার পেশায় ছিলেন। তিনি চিত্রকর ও কবি। মানবিক চেতনা বোধে সদা জাগ্রত। মানব প্রেম, দেশ প্রেম, নৈসর্গিক প্রেম তার প্রধান বিষয়বস্তু। আড়াইহাজারে চিত্রকলা একাডেমির প্রশিক্ষক ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। একুশে বইমেলায় প্রকাশিত, তাঁর যৌথ কাব্যগ্রন্থ চিরদিনের বর্ণমালা ও শতাব্দীর পংক্তিমালা। একক কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কাব্যে বিকশি

ভালো থাকার উৎস তব
রচন শৈলী হয় যদি মোর কাব্যে বিকশি।
কাব্য রসের ছন্দে ভরা চরন মাধবী,
নাহি চাহি গদ্যময়, চাহি রূপ ছড়ানো চির সরসী।

তোমার দেখা পাবো কবে কবি
সুরের বীণায় গীত হয়ে খুঁজি।
এই জনমে ভিজলো না মন
তাইতো অশ্রু জলে ভিজি।

স্বপন মগন রহি দিবা নিশি
পথ ভুলো মন, পথে পথে ঘুরি।
অবহেলায় উঠে বেড়ে লতা ওষুধি,
চিনে যে জন যতন করে লয় থলে ভরি।

মন ফাগুনে লাগলো দোলা
হৃদয় মাঝে বন্দী কেন পাখি!
উড়াল দেবার সাধ জেগেছে,
উড়বে কবে বিমল শব্দ মাখি!

যৌবন দীপ্ত মননে এসো হে বাণী
উচ্চারণে আবেগ রবে নাহি, শক্তি সঞ্চারি।
হউক অবসান সকল অপশক্তি,
প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে তোল, হবে নির্মূলে অত্যাচারী।

নিরস কাব্য

আজি নিরস কাব্য রচিবো বেদন বরষে
বিধুর ব্যাকুল সুর বাজিয়ে উড়িছে কেমন ধুলি।
জন্ম মৃত্যু একই সুত্রে রহি উদাসী
সবি যেন বিরস, ফোটেনি আজ কলি।

নুতন জনম চাহি নাতো পুরানো মলিন যাচি
দৈন্য মনন, কোলুষ গোপন রাখি।
ফাঁকি দিয়ে নিজ সনে, নিত্য যন্ত্রণা পুষি
পাপ, পূণ্যে মোচন করো, বুঝার আগে আঁখি।

কত রচন করলি কবি অন্ধকারে রহি
আলোর আশায় জীবন গেলো কাটি।
লোক দেখানো সাজলো, অন্তর তেমনি
কালো যতো দুঃখ ভার, পাবে কবে ছুটি।

আঁধার আলোর নিত্য খেলা চলছে অনাদি
ভ্রম যখন ভাঙবে আমার রচবে সমাধি।
অপরাধের পুনারাবৃত্তি জন্মেছে, নব তৃণ বেদী।

শূন্যে চাহি, একলা আমি অন্য ভুবন দেখি
এক জনমের ভুল কতো যে শুধবো কবে স্বামী।
আকুল প্রাণের ব্যাকুল বাণী
প্রভু যিনি তারে স্বরি, বুঝিনাতো তাইতো উদাসী।

গোলকধাঁধা

চলন বলন রপ্ত করা
নয়তো কবি সোজা কথা।
জীবন তরী চলছে ভাঁটায়
নয়ন দেখে ঝাপসা মাথা।

আকাশ কুসুম ভাবনা যতো
ধরতে গেলে ফাঁকা।
কে কথা কয় অন্ধকারে,
আলোতে সে রয় ঢাকা।

আমি কেবা নয়তো জানি
ভিতর খানি জাগ্রত সদা।
বাহির খানি প্রেমের ফাঁদে
ছুটছি বেদম গোলকধাঁধা।

ভোগ বিলাসে মত্ত আমি
ক্ষনিক রবো ধরায়।
ভুল করেও হয় না মনে
যাবো আমি কোথায়।

মোর ভাবনায় হয় কি কাব্য
মানব কাজে লাগবে কবে!
বৃথাই গেলো মায়ের কষ্ট,
বৃথাই বুঝি জন্ম দিলে ভবে।

শীতের কাঁপন লাগে কারো হাড়ে
কারো আবার উৎসবে মন মাতে।
দিন কাটে যার অনাহারে,
পেটের জ্বালা মেটেনাতো জাতে।

শিক্ষা লহ শিষ্টাচারে

কি করি ভাই ভাইরাস রন্ধ্রে রন্ধ্রে
শিকড় থেকে উচ্চ শিরে।
সত্য বচন চাপা পরে ডরে।
জ্ঞানী গুণী শিল্পী কবি কতইনা
অনাদরে ফাগুন মাসে ঝরে।

সোহাগ মাখা রূপ অনুপম
জন্ম সবার নিষ্পাপ অন্তর লয়ে।
মা জননী আনন্দে ব্যাকুল, সকল কষ্ট ভুলে,
সকল আশা পূর্ণ হবে মাতৃ আলয়ে।

দিনে দিনে বেড়ে উঠা, মানুষ হতে হবে
পিতা মাতা সেই প্রেমেতে দুখ তাপ সহে।
সকল সঞ্চয় রেখে যায়, সন্তান যেন রয় সুখে।
উজার করে দেয় যে সবই, অধিষ্ঠিত হয় যেনগো পিতৃ গৌরবে।

সেই আশাতে বাইছে তরী অথৈই তরঙ্গে,
পরিবারে নোঙ্গর দৃঢ়, হয় যেন গো শিক্ষা শিষ্টাচারে।
সফলতার পুষ্পরেণু উড়বে দিকে দিকে,
কোন কালে বেয়াদবের আখড়া না যেন গড়ে।

আপন যাঁরা রক্তলোলুপ স্বার্থানেষী
কোন শিক্ষাতে দিবা নিশি করে হানাহানি।
একটু খানি পিতৃ সম্পদ করে টানা টানি,
কেউবা আবার করে মৎস্য শিকার ঘোলা করে পানি।

সব আশা কি সফল হয় গো স্বপ্ন পূরণে,
পথের ধুলো পায়ে পায়ে অসম্মানে উড়ে।
বিফলতার শাখায় পাখি, নিরাশাতে কাঁদে।
ইটের প্রাসাদ গড়ে কি লাভ, সম্মান টুকু ছেড়ে।

এক পৃথিবী ভালোবাসা, এক উঠানে ঘুরে,
চাঁদের হাটে বসবে মেলা প্রাণের উৎসবে।
এখন ও তো ফুল পাখিরা ভোরের আলোয় জাগে।
মানবতার বন্ধ দ্বার দাওনা প্রভু খুলে।

প্রতি প্রভাতে

নব নবীন আসছে প্রতি প্রভাতে
আলোক জ্যোতির উজ্জ্বলতায় ভরে।
রূপের ঝলক দেখে সবার
আনন্দে মন দোলে, গাইছে পাখি সুরে।

এলো যে জন বসন্ত বাহারে
সকল বাধা দূরে ঠেলে উদয় সমীরে।
প্রার্থনাতে রইলো আমার স্বপ্ন আশাতে;
প্রভুর কৃপায় জ্ঞান গর্বে ফুটবে সৌরভে।

নব উল্লাস ধরাতলে কল কল্লোলে
সৃষ্টিরথী বিকশিত আপন আলয়ে।
অসীম সৃজন অপরূপা মানব কল্যাণে
নব পল্লব নব প্রাণ ভরে ফুলে ফুলে।

সুপ্ত নন্দন প্রকাশ তব সৌরভ ছড়ায়ে।
অন্তর মাঝে প্রেম বাসনা থাকে লুকিয়ে;
ভালোবাসার সম্ভাষণে মেঘ বালিকা বৃষ্টি হয়ে ঝরে।

যাবার বেলায় প্রার্থনা তব নবীন উচ্ছ্বাসে
মোর কাব্য চরন মানবতার সেবায় যেন লাগে।
নব নবীন সামনে চলো দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন লয়ে
নিপীড়িত দুখি জনের সুখ স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে তোমার ত্যাগে।

চিরঞ্জীবী

মানবতার মনুষী তুমি
এসো এসো বরণীয়, দ্বার রেখেছি খুলি।
বিজয় রণে মানবিক গুণে দূরন্ত সমী।
তরুরাজি ছড়াবে পুষ্পরেণু, গাইবে সুরে অলি।

এইতো জীবন স্বার্থকতার, বিষম ঝড়ে
সুখে দুখে জড়িয়ে রবে, সজল তৃন লতায়।
নিজ গুণে আপনি যাচি কঠিন বাস্তবতায়;
ঘাম ঝরিয়ে স্বযতনে, যে জন পুষ্প ফুটায়।

যে জন রহে মানবতর চির কল্যাণে
জ্বরা জীর্ণ দুঃখ ব্যথা রাখতে সদা দূরে।
সুখ বারতার নিত্য সন্ধান খুঁজে;
গৌরব তাহার অক্ষয় রবে
আলোয় আলোয় পথ রবে ভরে।

বকুলঘ্রাণ ভেসে আসে
বাতায়নে দখিনা সমীরে।
দিশাহারা পথিক বনবীথিকায়,
পায় যেনগো সঠিক পথ খুঁজে।

এমনি যদি মন মননে
খুলতো অরুণ আঁখি।
মানবতার সুখ প্রভাব
দিকে দিকে রইতনা আর বাকি।

আশা তব, সুখের দিশা দূরে নাহি
শতদলে উঠবে ভরে শ্যামল পল্লবী।
ঘূর্ণি আঁচল উড়বে সদা কল্যাণে;
সেবায় ব্রতী, উদারতায় হবে চিরঞ্জীবী।

বসুন্ধরা

কেমনে ছেড়ে যাবো তোমারে আমি
তোমারে ভালোবেসেছি চিরসাথী।
জনমে মরণে তুমি আছো প্রাণ মুরতি;
চঞ্চল হিয়া কি বাঁধনে বাঁধিছো সারথি।

নয়ন মেলে দেখেছি অসীম তুমি
নিঃশ্বাস লইতে চারিধার বায়ু সঞ্চারণী।
ক্ষুধা মেটাতে শস্য সম্ভার,
ফল বৃক্ষ রাখিছো আনি।

রজনী দিয়েছো, নিদ্রায় ক্লান্তি যেন হয় দূরি;
ভোরের আলোয় উদ্দীপনায় পথ যেন চলি।
পুড়াতে সকল অমঙ্গলা জ্বেলেছো অগ্নি তেজস্বী।
ভয় বাঁধা দূরে ঠেলে, সাহসে বৈশাখী ঝড় মলি।

প্রেমময় সুরে বাজিয়ে রাগিনী বেঁধেছো
বাহু ডোরে কপোত-কপোতী।
বিরহে কাঁদায় মিলনে কাটে সুখ নিশি;
কুসুম ফুটায়ে সুবাস ছড়ায়ে, হাসিলো মালতি।

অসীম সৃজন জন্ম জন্মান্তে তুমি
মহা উৎসব তব ক্ষুদ্র সময়ে আমি।
তোমার রূপ মায়া মোহে স্বপ্নে বিভোর সবই
বসুন্ধরা লইছে কোলে তোলে, অলকে অন্তর্যামী।

জীবন তরী

গতিহীন চলায় স্তিমিত আলোয়, ব্যর্থ প্রচেষ্টা
মলিন বসন্ত, অসময়ে গগন পারে চেয়ে থাকা।
আজো স্মৃতির পাতায় অমৃত রসে ভরা,
ফুটছে কদম শাখায়, তবু লাগছে ফাঁকা।

প্রাণের স্পন্দন সবুজ তব বইছে একই ধারা
প্রবীণ বীণায় সুর ধরেনা, তারে মর্চে ধরা।
নুতন সুর নবীন বরণ সাজে ফুল ডালা;
এসো এসো ভুবন জুড়ে, মানব প্রেমে দিও এবার সাড়া।

নীল নীলিমায় সবই দেখি নীলা
সেই গহিনে লুকিয়ে রবে হারানো্ সব ব্যথা।
উজান থেকে নেমে আসা হারায় জলধারা,
ভাটির টানে চলছি বেদম কোল কিনারা নাইতো সেথা।

অসীম দিবা অসীম রাত্রি নেই তো কারো দেখা
অরুণ কিরণ আবেশ ছড়ায় ধরায়।
জীবন তরী ভাসিয়ে দিয়ে ডুবাও লোকান্তরে;
ফুল গুলি ফোটে সদা, কোথায় যেন হারায়।

ঘুমে ছিলাম অস্তিত্বহীন, জন্মে অবসান
কি কারণে খেলছো খেলা, দিয়ে কোমল প্রাণ।
চির নবীন দাও না প্রভু, শ্যামল বনছায়;
রেখো ধরে কল্যাণে অনন্তকাল, সকলি তোমার শাণ।

সাম্যবাদী

মানবেরে ভালোবেসে গেয়ে গেলো যারা জয়ের বাণী
প্রলোভনে না টলি, যুগে যুগে আসে বিপ্লবী।
পলাশ রাঙা, রক্ত ঝরানো অনড় মসি,
অটল বিশ্বাসে রচন করিলো চাহিয়া সাম্যের দাবী।

যুগে যুগে নিপিড়নে এলো কতো অত্যাচারী
কেউ পারেনি, আসন করতে চিরস্থায়ী।
লোভের হস্ত প্রসারিত গরীব মারার ফন্দি।
ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের কালো ছবি।

দিন যাপনে সরলতায় থাকে কতো অনাহারী
লেভাসধারী কুটিলমনা করছে বাহাদুরি,
মিষ্টি মিষ্টি কথার ফাঁদে ফেলেন মিথ্যাবাদী।
তোমার যারা উচ্চাসনে নিম্নে দেখো কতো আহাজারি।

একই আকাশ তলে ফুলে ফলে সৃজিত ধরনী
আলো আঁধার বায়ূ জলের সম সঞ্চারণী।
দুঃখ কষ্ট ক্ষুধা তৃষ্ণায় একই অনুভূতি,
মানব সেরা সৃষ্টির অসীমতায় জানি।

কেমনে নেবে ইচ্ছে মতো, ভোরের আলো খানি
সবার তরে চষে চাষি, সৃষ্টির আদি অন্তে রহি
ভোগ বিলাসে মত্ত রহে হলে স্বার্থান্বেষী,
ভেঙে চুড়ে গড়বে আবার এসে স্যামবাদী।

বৈশাখী রণে

মেঘরব তড়িত চকিত প্রতাপে খেলিছে আকাশময়;
আঁধার আলোর খেলা চিত্তে লাগিয়ে ভয়।
বৈশাখী তরুণী নাচিবে এবার আকুলিত চঞ্চল;
দলিত পুষ্পকানন, যৌবন করেছে ভর।

তৃষাতুর ধূলো পথ, মিটাবে তৃষ্ণা
মেঘ বরণী বাসনায় সাজিছে, অঙ্কুরিত পত্রদ্বয়।
দুঃখডোরে বাঁধিবে না আর, শুষ্ক তরু মনিকালয়;
কমল ফুটিবে শ্যামলী প্রীতে, বসুধা প্রেমময়।

আকাশ মাটি সিক্ত সংযোজন
বহিয়া চলিছে বায়ূ বাহনে নির্মল।
তাপিত কান্ডারী, জলে ভরা বরষে;
কলঙ্ক কালিমা ধুয়ে মুছে করো শুভ্র প্রেমময়।

আকাশ বেলায় জাগিছে বনরাজি ফুলফল;
আজি মধুর প্রেমের বাণী ছাড়ায় দিগন্তরে।
খোলা বাতায়নে বহিছে দখিনা সমীরণ,
নয়ন জুড়ে পুণ্যপ্রভা, সৌন্দর্য রূপ চারি ধারে।

নব চেতনায় নব বৈশাখী রণে
পরাভূত হবে বিষাদের ছায়া, মেঘ মল্লার সাজে।
কঠিন সময় পাড়ি দিয়ে জোয়ার এসেছে ঘাটে;
মানুষ মোরা মানুষের তরে, যুক্ত রহি মানবিক কাজে।

খন্দকার লুৎফুন নাহার

খন্দকার লুৎফুন নাহার। স্বামী মোঃ হারুন অর রশিদ খান। পিতা মরহুম খন্দকার রেজাউল হক। মাতা মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম। জন্মতারিখ ২৫শে মে ১৯৭১ আড়াইহাজার উপজেলার পাঁচগাও গ্রাম। তিনি ১৯৮৬ এস.এস.সি পাঁচগাও বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৮৮ এইচ.এস.সি আড়াইহাজার সফর আলী মহাবিদ্যালয় এবং ১৯৯০ একই মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অনলাইন কাব্যের আলো সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আড়াইহাজার সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি এবং আড়াইহাজার থানা কাব্য পরিষদের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি আড়াইহাজার থানার এ টু জেড ডিজিটাল হাসপাতালের একজন পরিচালক। আড়াইহাজার চক্ষু হাসপাতাল ডেন্টাল ইউনিট এবং ফিজিওথেরাপি সেন্টারের চেয়ারম্যান।

ভেজাল

ভেজাল নিয়েও হচ্ছে ভেজাল,
বলার ভাষা নাই।
ভেজালটা ও বলছে ভালো,
ঘুষ খেয়েছে তাই।

আঁধারটাকে বলছে আলো,
সুন্দরী কে বলছে কালো।
ওই পাড়ার ওই বেনু ঘটক,
দাঁড়িয়ে থাকে বরের ফটক।

গুন্ডা ছেলের ডান্ডা খেয়ে,
মন্দচারী করছে গিয়ে।
এমনতর কথা কি আর কারো প্রাণে সয়?
পাশের বাড়ির গাছের ডালে মেয়েটি ফাঁস লয়।

অফিস পাড়ায় কিসমত মিয়া
হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা।
বুক ফুলিয়ে বলে সেদিন
বাড়ি করেছি ঢাকা।
অপরদিকে পার্টির পকেট
পুরোটাই ফাঁকা।

ভাইয়ের সাথে দ্বন্দ ভাইয়ের
মিল মহব্বত নাই।
মনের মধ্যে ধরছে ঘুণে
বোঝাবার সাধ্য নাই।

গোঁফ পাকিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে
আসে যখন বাড়ি।
প্রতিবেশী ঢাক বাজিয়ে
দাঁড়ায় সারি সারি।

চালে ভেজাল, ফলে ভেজাল,
ভেজাল তেলে, নুনে।
দুর্মূল্যের ভেজালে পড়ে
চোর-ডাকাতে হানে।

উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত
সবখানেতেই ভালো।
মধ্যবিত্তের ঘরে ভেজাল
জ্বলে না যে আলো।

মান-সম্মানের ভয়ে সে যে
পাতে না কোথাও হাত।
শূন্য হাতে কেমন করে
পার হয় দিন-রাত।

ঝন্টু দাস এম কম পাস,
বেকার বসে বাড়ি।
প্রাইমারিতেও ঘুষ ছাড়া তার
হয়না যে চাকরি।

বিসিএস এর চাকরিও যদি
কোটায় পেয়ে যায়।
মেধাবীরা ভাইভা বোর্ডে
টিকে থাকা দায়।

ক্ষেতে খামারে দিচ্ছে যে বিষ
ফলে হচ্ছে ক্যান্সার।
ভেজালের এই জিন্দেগিটা
ভাল্লাগেনা আর।

নারী

হে নারী তুমি করেছিলে ভুল,
স্বর্গে তোমার হলো না কূল।
তাঁর ইশারায় চলিছে ভূবন
তাহলে কেন তা তোমার ভুল?

তোমারি গর্ভে দিয়েছে জন্ম
প্রজন্মের পর প্রজন্ম।
তিনি আবার সেথা এনেছেন
ভিন্ন ভিন্ন জাতি-ধর্ম।

তুমি আছো মিশে বুঝিব যে কিসে
সর্বদাই কারো কর্ম।
নারী দিবসে বুঝে গেছে সবে
তোমার যে কত মর্ম।

নারীর আবার দিবস কেন?
বলি জনে জনে।
নরের সাথে নারীর জীবন
বাঁধা কর্মে ধ্যানে।

তুমি ধোপানি, তুমি মেথরানী,
ঘরনী তুমি, তুমিই রাধুনী।
শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষিকা তুমি,
মঞ্চে তুমি সুবচনী।

সামাজিক অবক্ষয়ে ধর্ষিতা, খুনি,
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা।
কখনো তোমায় করিবে ধিক, ধিক,
কখনো দিবে সম্মাননা।

এজিনে তুমি সম্মতি দাও
যার সাথে তুমি বাঁধিবে ঘর।
লেডিস ফার্স্ট কথাটি তখন,
মনেই হয় না স্বার্থপর।

চরণতলে সন্তানের বেহেশত
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) কয়।
পর্দার সাথে চলিবে তুমি,
ঘুচিবে আঁধার রবে না ভয়।

ব্যথাতুর প্রিয়র ভাষ্য

সাঁঝের বেলায় পাখ পাখালি,
ফিরে যখন নীড়ে।
নীল আকাশের সব শূন্যতা
আমায় চেপে ধরে।

তুমি ছিলে প্রিয়া মোর কাননে
জোসনা মাখা চাঁদ।
তোমায় হারায়ে সুর-ছন্দ
সব যেন বিষাদ।

নিঃসঙ্গ এই জীবন চক্রে
কতই মোহ মায়া।
কোথাও আমি পাইনা খুঁজে
তোমার কোন ছায়া।

আশার বাণী শুনিয়েছো তুমি,
বলেছো কতোই মোরে।
আমায় ছেড়ে যাবে নাকো প্রিয়া
কখনো কোথাও দূরে।

মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
ছিলাম এই জীবন
রিক্তাতায় আর শূন্যতায়
হাহাকার করে ভুবন।

কতজন আসে যত্ন নিতে,
করে কত ছলা-কলা।
লোভী মানুষের কার্য দেখে
প্রাণে ধরে মোর জ্বালা।

সন্তানের এই করুণ চাহনি
সহিতে পারিনা আমি।
জানে শুধু ঐ বিধাতা মোর
যিনি অন্তর্যামী।

সেই যে তোমার হোলো ক্যান্সার,
গেলোনা তোমায় ছাড়ি।
দেশ বিদেশে চিকিৎসা করেও
ধরে না রাখতে পারি।

লজ্জা আসে ক্রন্দনে মোর,
কেউ না দেখে ফেলে।
গভীর নিশিথে বিছানা আমার
ভাসাই আখিঁ জলে।

হে বিধাতা! কেন তুমি মোর
প্রিয়াকে কেড়ে নিলে?
তুমি কি জানোনা ঘুম আসেনা
তার ছোঁয়া না পেলে?

আমাকে তুমি কেন রেখেছো
মিছে ভূবনে হায়!
তরা করে ওগো পাঠাও মোরে
আমার প্রিয়ার ছায়।

সন্তানেরে তোমার তরে
রেখে যাব আমি প্রভু।
দ্বীনের পথে চালিয়ে নিও
বিপথে চলিলে কভু।

দয়াময় তুমি অসীম দয়ালু,
হে রহিম রহমান!
মোরা আসহায় সকলের দোয়ায়,
জান্নাতের দিও স্থান।

এসো আলোর খোঁজে

সমাজের এই ধ্বংসযজ্ঞের
মুক্তি যদি চাই,
মাদকমুক্ত ধর্ষণমুক্ত
স্বচ্ছ সমাজ চাই।

মঞ্চ নিয়ে কাড়াকাড়ি
শত বাড়াবাড়ি,
সুস্থ লোকের জীবন খানা
নিয়ে নিচ্ছে কাড়ি।

কোথায় সংসার কোথায় সন্তান?
নেই যে কারো হুশ
রাজনীতিতে বেহুঁশ হয়ে।
খাচ্ছে চরম ঢুশ।

যৌথুক নিয়ে কৌতুক করে
করছে যারা বিয়ে,
থেমে যাচ্ছে তাদের জীবন
পরকীয়ায় গিয়ে।

শিক্ষাখাতে নেইকো শিক্ষা
অস্ত্র হাতে নিচ্ছে দীক্ষা,
গুরু-শিষ্য সবাই মিলে
সমাজটাকে খাচ্ছে গিলে।

শুদ্ধ সমাজ কলুষিত
করছে যারা ভাই!
আমরা সবাই তাদের শুধু।
কঠিন শাস্তি চাই।

দুর্নীতি আর দুঃশাসনে
সমাজ গেছে মজে।
শক্ত হাতে কলম ধরো।
এসো আলোর খোঁজে।

উম্মাতের আশা-ভরসা

ইয়াহ ইলাহি আমি গর্বিত,
ইম্মত আমি শ্রেষ্ঠ নবীর।
প্রাণের স্পন্দনে জেগে উঠে শুধু,
তোমারি হাবিবের দিদারের লোভী।

আমারে তুমি দাও গো শক্তি,
দাও গো হিম্মত দাও গো বল।
সবারে বলি নবীর তরিকায়
চলে দেখো ভাই পাইবে ফল।

জান্নাত পাওয়া খুবই সহজ,
যদি তুমি পাইতে চাও।
সদা ভয় করি খোদাকে স্মরিয়া
জায়নামাজে বসিয়া যাও।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে,
যোগ করো আর নফল আমল।
দেখিবে দুনিয়া অতীব সহজ,
সকল কাজে হইবে সফল।

করো হেফাজত নফস্ সবার,
করো না রচনা কারো গীবত।
জিন্দা হইবে কলব তোমার
দিবানিশি সে করি ইবাদত।

সহজ সরল পথে চলিও,
যেওনা কখনো গরল পথে।
আত্মহনন করিও না তুমিৎ
আল্লাহ রয়েছেন সবার সাথে।

আল্লাহ নামের জিকির তুমি
করো সর্বক্ষণ।
কাল হাশরে বিচার সভাতে,
রবে না কোন বাঁধন।

ফেরেশতারা জান্নাতে বরিয়া
লইবে হাস্যমুখে,
জাহান্নামে ডাকবে না কেউ
যাইতে তোমাকে দুঃখে।

চারুলতা ও আমি

দাঁড়িয়েছিলাম পথের বাঁকে
নদীর পানে চেয়ে,
দূরের দেশে যাচ্ছে মাঝি
ছোট্ট নৌকা বেয়ে।

নৌকার মাঝে ছইয়ের কাপড়
একটুকু ফাঁক করে
একটি মেয়ে বসে বসে
কি জানি কি করে।

ভালো করে যেই না তাকাই
লম্বা মাথার কেশ,
এক দেখাতেই আমি তারে
ভালোবাসলাম বেশ।

কাছেই ছিল বাজার,
নৌকা খানি থামে।
আশ্চর্য হই তখন আমি,
মেয়েটি যখন নামে।

নাম জিজ্ঞেসে বলল হেসে
নামটি চারুলতা,
আমি সুযোগ খুঁজছি শুধু
বলতে একটু কথা।

নয়ন তাহার হরিণী আর
জোড়া দুখানি ভ্রু,
মাঝির সাথে আলাপ করে
পেয়ে গেলাম ক্লু।

ঠোঁট দুখানি যেন আঁকা
লম্বা খাড়া নাক,
রূপের পশলা এখন না হয়
একটু খানি থাক।

মেয়েটির নেশায় চায়ের স্টলে
বসলাম আমি যেয়ে,

মেয়েটি আমায় দেখছে শুধু
মিটমিটিয়ে চেয়ে।

কিছু লোকজন জড়ো হল
মেয়েটির কাছে হায়,
মেয়েটি নাকি পাত্রের কিছু
খোঁজ খবরও চায়।

আগে দেখতাম পাত্র এসে
পাত্রীর খোঁজ করে,
এই প্রথম এই আধুনিক মেয়ে
আমার চোখে পড়ে।

মেয়েটি যখন জানতে চাচ্ছে
সুজন কোন গায়ের?
আমি তখন বাড়ি যেয়ে
টানলাম আঁচল মায়ের।

কারোণাতে অফিস বন্ধ
এসেছিলেম বাড়ি,
মা বলছেন কনে দেখতে
যাবেন কনের বাড়ি।

নামটি তাহার চারুলতা
মুখে শুধুই মিষ্টি কথা,
মেয়ের বাবাকে দিলেন তিনি
বিয়ের পাকা কথা।

সেই থেকে যে চারু হলো
আমার রাজ্যের রাণী,
আমিও তার সকল কথা
সকল কাজে মানি।

চারুর সাথে আমার জীবন
যেমন মাখামাখি,
সবাই বলে আমরা নাকি
আজীবন সুখ পাখি।

আমার বাবা

বাবা নামটি ছোট্ট হলেও
ভীষণ বড় অর্থ,
সোহাগ বল শাসন বল
নেইকো কোন শর্ত।

ছোট্ট বেলায় বাবার পেটে
নাচতাম বসে বসে,
মনে হতো রাজ্যের খুশি
চোখে পড়তো খসে।

বছর দেড়েক হলে পরে
বলতে যখন পারি,
বাবা তখন সংগীতে যে
দিলেন হাতে খড়ি।

বাবা যখন নামাজ পড়তেন
সূরা-কেরাত ধরে,
মনে হতো আল্লাহ বুঝি
শুনছেন মন ভরে।

অনেক সময় সেজদায় গেলে
পিঠেতে চড়তাম,
আবার যখন বসে যেতেন
তখনই নামতাম।

বসে থাকতাম চুপ্টি করে
কখন হবে শেষ।
বাবা তখন সালাম ফেরাতেন,
মুখে হাসির রেশ।

রাতে যখন ঘুম পাড়াতেন
গাইতেন তখন গান,
আব্দুল আলীম, আব্বাস উদ্দিনের
সেই কি দারুণ টান।

সন্তানেরা দিত যখন
ঘুমের ঘরে পাড়ি
ফজর ওয়াক্ত হলেই বাবা
দরজায় দিতেন বারি।

মসজিদেতে যাওয়ার জন্য
করতেন তড়িঘড়ি,
ফিরে এসেই হোন্ডা হাঁকিয়ে
অফিসে দিতেন পাড়ি।

বিকেল বেলা বাবা যখন
ফিরে আসতেন বাড়ি,
বাবা আসছেন বলে আমরা
খুশিতে হাফ ছাড়ি।

মা বলতেন বাব কি তোদের
বিদেশ থেকে আসে?
ফিরে আসলে প্রতিদিনই
অমন করে হাসে?

আমার বাবার মনটা ছিল
খোলা আকাশের মত,
আত্মীয় বলো পড়শী বল
অধিক স্নেহে রত।

ন্যায় নীতি আর আদর্শতে
ছিলনা স্বজনপ্রীতি,
বিচারকার্যে গেলেও বাবা
ছিলেন ন্যায় এর প্রতি।

ছোট বড় ধনী গরিব
সবার প্রতি আদর,
সবসময়ই ঢেকে রাখতেন
দিয়ে স্নেহের চাদর।

বাবার ছিল হঠাৎ হঠাৎ
ভয়াবহ রাগ,
সেই কারণে আমরা সবাই
ছিলাম যে সজাগ।

শিক্ষাখাতে বাবার ছিল।
যত্ন অতি বেশি,
গরীব মেধাবীদের তিনি
ভালোবাসতেন বেশি।

অফিস পাড়ায় পিয়নের ছেলে।
চা বিক্রি করে,
বাবার সহায়তায় সে যে
এমএ পাস করে।

নাতি-নাতনিদের প্রতি বাবার
ছিল এমন টান,
পান থেকে চুন খসলেই তিনি
হতেন পেরেশান।

ত্যাগের কথা যদি বলি
শেষ হবে না কভু,
অনাহারীর মুখে খাবার না দিয়ে
নিজে খেতেন না কভু।

ভাই ভাতিজা বোন ভাগ্নে
বেড়াতে আসলে পরে
বাবার সেকি আদর আমরা
দেখতাম প্রাণভরে।

সর্বসময় রমজান এলে
হাসতেন মুখ ভরে,
মৃত ব্যাক্তিরা এ মাস ব্যাপি
ঘুমোবেন কবরে।

ঈদের নামাজ পড়ে বাবা
যেতেন গোরস্থানে,
কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন
কবরবাসীর জন্যে।

আমরা বাবার ডাক শুনেছেন
আল্লাহ মেহেরবান,
রমজানেরি আগের দিনে
তিনি মারা যান।

বাবা তোমায় ছেড়েও এখন
করছি দুনিয়াদারী
আল্লাহ যেন রাখেন তোমার
জান্নাতেরই বাড়ি।

বিজয়ের তাৎপর্য

বিজয়ের সুর তপোধ্বনি
বাজিছে যখন ভোরে
প্রাণখানি মোর চমকিয়া উঠে
ভিষণ ব্যথার ঘোরে।

নয় মাসের যুদ্ধে শহীদের রক্তে
কত মাঠ পথ লাল।
কত মায়ের ছেলে, কোল খালি করে
ধরেছে দেশের হাল।

বিজয়ের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে
লাশের স্তুপের পরে।
আজো কত লাখো পরিবার কাঁদে
তাদের স্মরণ করে।

কত মা-বোন হারালো সম্মান,
কত কিশোরীর হলো বলিদান।
বুলেটে ছিন্ন হলো আরো কত
বুদ্ধিজীবীর প্রাণ।

মুক্তিবাহিনী পিছপা হয়নি
রাখতে দেশের মান।
জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে
হয়েছিল আগুয়ান।

কৃষক-শ্রমিক জেলে-তাঁতি
বিজয়ের তরে উঠেছে মাতি।
কারো হাতে ছিল বন্দুক আর
কারো হাতে ছিল লাঠি।

বিনম্র শ্রদ্ধা ভরে
তোমাদের স্মরণ করে।
প্রশান্তি নিয়ে ফিরে
সবারই অন্তরে।

সাজ সাজ রবে জেগে উঠে আজ
নবীন-প্রবীণ সবে।
লাল সবুজের নিশান উড়ায়
গভীর চেতনায় ভবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে
চির সম্মান জাতি দিবে নিশ্চয়।
খুশিমনে আজ বলতে যে হয়,
এই ধারা যেন অক্ষত রয়।

বংশপরম্পরায় দিচ্ছেন
বাড়ি, ভাতা, অনুদান।
মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী,
জাতির পিতার সন্তান।

যতদিন যাবে এই দেশ ও ভবে
শহীদদের স্মৃতি অমর রবে।
তোমাদের সম্মান রবে অম্লান,
কোটি কোটি প্রাণ গাইবে সেই গান।

স্বাধীন জাতি তোমাদের তরে
সাজাবে ফুলের ডালি।
স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার,
কখনো রবে না খালি।

জন্ম ধন্য হয়েছে যে মোর,
এই দেশেতেই হয় যেন গোর।
দুনিয়াব্যাপী এমন সুন্দর দেশ যে কোথাও নাই,
ধন্য আমি এই দেশেতে হয়েছে মোর ঠাঁই।

দুই হাত তুলে করি মোনাজাত,
রাব্বি কারীমের কাছে।
শহীদেরা যেনো জান্নাতে বসে
পুষ্পের হাসি হাসে।

বিজয়ের উল্লাস কখনো যেন
করো নাকো উপহাস।
অনেক ত্যাগের ফসল আজকের
বিজয়ের ইতিহাস।

বাংলা ভাষা

বাংলা আমার মধুর ভাষা
রঙে রসে খাঁসা
এই ভাষাতে চলবে জীবন
এটা মোদের আশা।

এই ভাষাতেই হাসি কাঁদি
এই ভাষা মোর প্রাণ,
এই ভাষাতেই কাব্য রচি
নিত্য যে গাই গান।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা রাখিতে
প্রাণ দিয়েছিল যারা,
সালাম বরকত রফিক জাব্বার
নেই কেহ আজ তারা।

অমর তারা হয়েছেন শহীদ
তাদের তরে কাঁদে আজও হৃদ,
ভাষার যুদ্ধে রক্ত ক্ষয়ে
হয়েছে চরম জিত।

ফেব্রুয়ারির একুশ বল
কিংবা আটই ফাগুন,
কৃষ্ণচূড়ায় রক্তিম ফুল
মনেতে ব্যথার আগুন।

প্রতিটি বছর যখনই আসে
মাতৃভাষা দিবস,
সর্বক্ষেত্রেই চলবে বাংলা
জোগান মনে সাহস।

কবি-সাহিত্যিক আর প্রাবন্ধিকদের
বাংলা প্রেমের খেলা,
দেখতে যদি চাও, চলে যাও
একুশের বইমেলা।

বাঙালি জাতি বীরের জাতি
মরেছে যুদ্ধে হেসে,
ভাষার জন্য দেশের জন্য
নজির রেখেছে বিশ্বে।

ওই দেখো ওই প্রভাত ফেরি
যাচ্ছে শহীদ মিনার,
সকল পেশা সকল শ্রেণি
নেই কোন কুল কিনার।

কেউবা দিচ্ছে ফুলের ডালা
কেউবা দিচ্ছে তোরা,
ভাষার তরে বহমান রবে
আজীবন এই দ্বারা।

প্রাণ ভরে মোরা গাইবো গান,
ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেল প্রাণ।
কোনদিন ভুলবো না সেই প্রতিদান,
অক্ষত রাখবো বাংলা ভাষার মান।

এ বি নুরুল হক

এ বি নুরুল হক ১৯৬২ সালের নারায়গঞ্জ জেলার আড়ইহাজার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের বড় কান্দাপাড়া গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ কুদরত আলী, মাতার নাম ছায়াতুন নেছা। তিনি ২০১৩ সালে বি এ পাশ করেন। তিনি কবিতা, গান, কমেডি ও ছোট গল্প লিখতে পছন্দ করেন। তার লেখা কবিতা আলোকিত আড়াইহাজার, ভোরের প্রতিভাসহ বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকভাবে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আলহাজ্ব আবু তালেব মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

মা

মা কথাটি অনেক ছোট
সকলেই জানো ভাই
ইহার চেয়ে মধুর নাম
এই পৃথিবীতে নাই।

মায়ের সাথে তোলা ছবি
অনেকেই পোস্ট দিলে
সবার সাথে শেয়ার করে
কতোইনা মজা নিলে।

মাকে কতো ভালোবাসি
কেমনে বুঝাবো ভাই
মাকেসহ তোলা ছবি
আমি অধমের নাই!

মা যে কতো বড় ধন
তাহা সকলেই জানি
এই ধন হারাইছে যারা
তাদের চোখে শুধু পানি।

তোমরা যারা এখনো পাচ্ছো
মায়ের আদর ও ভালোবাসা
আমার কাছে এই বিষয়টা
কেবলই মিথ্যে স্বপ্নের আশা!

দেখিবার আশে

হে রাসুল, হৃদয়ে এঁকেছি
তোমারই কাল্পনিক ছবি
তোমায় নিয়ে লিখে কবিতা
নানান দেশের কত কবি।

ঘুমের মধ্যে আশায় থাকি
তোমায় স্বপ্নে দেখার জন্য
কোনো একদিন দেখতে পারলে
আমার জীবন হইবে ধন্য।

আমি পাপি পড়ে রইলাম
আমার সোনার বাংলাদেশে
তোমার পাশে যাবার জন্যে
চেষ্টায় আছি পাগল বেশে।

ওগো আমার দয়াল নবী
শুয়ে আছো সুদূর আরবে
তোমাকে দেখার বাসনায়
আমি সদা কাঁদি নীরবে।

কতো হাজী সালাম জানায়
গিয়ে তোমার রওজা পাশে
আমি অধম অপেক্ষায় আছি
তোমার রওজা দেখার আশে।

মক্কাবাসী ভুল বুঝে তোমায়
করিয়াছে অনেক অযতন
মদিনাবাসী পেয়ে তোমায়
যেনো পাইলো মানিক রতন।

কাবার গিলাফ

কাবার গিলাফ তুমি কতো দামী
সারা বিশ্বের মুসলিমদের মনে
তোমার চতুর্পাশে পাগল হয়ে
নারী-পুরুষ ঘুরছে সারাক্ষণে।

পৃথিবীর কতো মানুষ গিয়ে সেখানে
মনের ভাব প্রকাশ করে কতো ভাষায়
কতো মানুষ কাঁদে সেখানে গিয়ে
শুধু গুনাহ মাফের আশায়।

আমি পাপিও গিয়েছিলাম সেখানে
তোমার পবিত্র কাবার ঘরখানা দেখতে
তাইতো আজ আমার মন চাচ্ছে
তোমার কাবা নিয়ে কিছু লেখতে।

কাবার গিলাফ ধরে প্রভু
তোমায় ডেকেছি আমি যতো
হৃদয়ের মাঝে তখন আমি
শান্তি পেয়েছি মনের মতো।

দুই নয়নে দেখলাম সেখানে
মানুষ ভাসছে চোখের জলে
তোমার কুদরতে বৃদ্ধারাও
সেখানে দৌড়ায় মনের বলে।

কাবায় গিয়ে মরছে মানুষ
সেখানে লাখো মানুষের ভীড়ে
অনেকের দাফন হয় সেখানে

যেতে পারেনা নিজের নীড়ে।
লব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলে
সবাই ডাকে তোমায় রব
দয়ার সাগর মাফ করে দাও
সবার গুনাহগুলো সব।

কাবার চতুর্দিকে এভাবে চলবে
তোমার কুদরতেরই খেলা
কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে
মুসলিমদের এই মিলন মেলা।

মাহে রমজান

বছর ঘুড়ে এলো আবার মাহে রমজান
রোজাদার অপেক্ষা করে কখন হবে ইফতারীর আজান
মুসলিমের মন ও দেহকে করে অনেক নরম
তাই এ মাসে মুসলিমরা হয়না কোন গরম।

সত্যিই বরকতে ভরা এ রমাদানের মাস
বান্দা আল্লাহর কাছে করে রহমতেরই আশ,
ভোররাতে একে অপরকে ডাকে, ছোয়াবের আশায়
গরীব দুঃখিও আলেমকে খাওয়ায়, আপন বাসায়।

ছোট বড় নাই ভেদাভেদ সমান সবে এ মাসে
কষ্ট মেনে নেয়ার মন আপনা থেকেই আসে,
আত্মশুদ্ধি আর আত্ম সংযম আসে অনেকেরই মনে
খারাপ আচরণ করে না কেউ কাহারো সনে।

নানা রকম খাবারের ব্যবস্থা থাকে ইফতারিতে
এ আয়োজন থাকে আবার গরীবেরও বাড়িতে,
এ রমাদানের মত যেন মানুষ থাকে বারো মাস
সবাই যেন ভালো থাকে এইটা আমার আশ।

গুনার দ্বারা হইলাম পাপি আমি
রমদানের দ্বারা গুনামাফ করবে অন্তরজামি,
আত্মসংযম হয় মুসলিম রমাদানকে কেন্দ্র করে
এই সংযমকে ধরে রাখবো সারা জীবন ভরে।

কুসংস্কার

কুসংস্কারে ডুবে গেছে
আমাদের দেশটা ভাই,
ইহা থেকে মুক্তি পেতে
সঠিক শিক্ষা মোদের চাই।

শশুর বাড়ীর অত্যাচারে
নব বধু যায়না শশুর বাড়ী,
উক্ত বধুর চিকিৎসার জন্যে
কবিরাজ নিয়ে করে কারাকারি।

যৌতুক দিতে না পেরে
গৃহবধু পালিয়ে বেড়ায় চরে,
জ্বীনে ধরেছে ভেবে সবাই
বধুর নাকে পোড়া মরিচ ধরে।

হাতে লাটি মাথায় গামছা
গায়েতে লাল কাপড় পড়ে,
গলায় তজবি কাধে ঝুঁলি নিয়ে
কেবল ভিক্ষের ব্যবসা করে।

তাদেরকে ভিক্ষে দিতে হয়
বলে একদল বোকা,
তাদের থেকে তাবিজ নিয়ে
অনেকে খায় ধোকা।

সমাজ থেকে কবে দূর হবে
ভ্রান্ত ধারণা নাম যার কুসংস্কার,
আমাদের সঠিক জ্ঞান দাও প্রভু
তুমি সমাজকে কর সুসংস্কার।

নবান্নের হাসি

যখনই আমাদের বাংলাদেশে
আসে বাংলা অগ্রহায়ণ মাস
কৃষক-কৃষাণীর মনের মাঝে
থাকে নানান রকম আশ।

ধানের ক্ষেতে দুলতে থাকে
আমন ধানের পাকা পাকা ছড়া
কৃষকদের ঘরে যখন উঠে ধান
তাদের মনটা থাকে আনন্দে ভরা।

ফসলবিহীন মাঠে গরু ছেড়ে
রাখাল বাজায় সুখের বাঁশি
ধান পেয়ে কৃষাণ কৃষাণীদের
মুখে ফুটে নবান্নের হাসি।

অগ্রহায়ণ মাসের হাল্কা শীতে
কৃষকদের শুরু হয় ধান কাটার ধুম
ধান নিয়ে রাত-দিন ব্যস্ত থাকে
কৃষকের চোখে নেই তখন ঘুম।

আত্মীয়দের আপ্যায়ন নিয়ে
ব্যস্ততায় কেটে যায় বেলা
সবার বাড়িতে জমে উঠে
তখন পিঠা-পায়েশের মেলা।

নুনের টেক

হঠাৎ অবসরে চলে গেলাম
তিনজন মিলে নুনের টেক
আছর পড়তে গিয়ে মোরা
অজু করলাম বালুর টেক।

বালুর মাঠের পাশেই আছে
ছোট্ট একখানা বাজার
এই বাজারেই স্থাপিত
লালপুরী শাহ'র মাজার।

নুরমোহম্মদ ও মানিক স্যার
তারা ছিল আমার পাশে
নামাজ পড়ার পরেই দেখি
লালপুরীর নাতি চলে আসে।

আছর নামাজের ইমামতি
ইমাম না থাকায় আমি করিলাম
লালপুরী শাহ'র অনেক বাণী
ঘুরে ঘুরে আমি পড়িলাম।

নুনের টেকে আসতে হলে
সবাই নৌকা দিয়েই আসে
চতুর্দিকে নদী থাকায়
গ্রামখানি নদীর জলে ভাসে।

ওখানে গিয়ে তিনজন মিলে
জমিয়েছি এক মেলা
প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে
তখন ডুবে গেলো বেলা।

বেলা শেষে রওনা হলাম
ফিরতে মোদের বাড়ি
ছোট্ট নদী পার হইতে
নৌকায় দিলাম পারি।

পরবর্তী নৌকা পাবো কি-না
মোরা হইলাম পেরেশান
পেরেশানি দূর করিলো
নদীতে থাকা এক কৃষান।

তিনজনেই বাইকে চড়ে
রাত্রিতে দিলাম পারি
অবশেষে স্রষ্টারর কৃপায়
ফিরলাম মোরা বাড়ি।

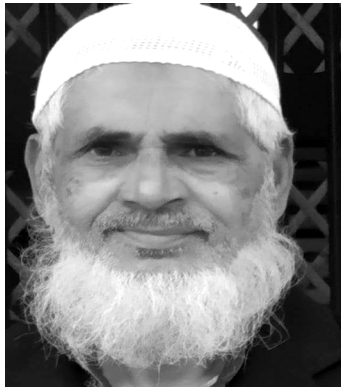

হাজী নূর মোহাম্মদ

হাজী নূর মোহাম্মদ ধর্মীয় ভাবধারায় কবি ছিলেন। এছাড়াও সৃজনশীল লেখনী মাধ্যমে তিনি সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরতেন। তিনি ২০২২ সালের ২৬ জুলাই আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নেন। সমাজের খেটে কাওয়া মানুষের কণ্ঠস্বর এই গুণী ব্যক্তি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফতেপুর আবু তালেব মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

বহ্নিশিখা

মিথ্যার আবরনে আবৃত বিশ্ব
মিথ্যারই জৌলুস জয়জয়কার,
সত্যের পথে কলম চালাবে
এমন সাহসী কলমযুদ্ধা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

পুতিগন্ধময় ভাপসা দুর্গন্ধে
বাসযোগ্য পৃথিবীটা কদর্যময়,
মানুষ মানুষকে খাবলে খাচ্ছে
প্রতিবাদের ভাষা অন্ধকারময়।

কুরআনের বাণী, সেজদা করো স্রষ্টাকে
স্রষ্টাকেই শুধু করিবে কুর্নিশ।
আশ্চর্য! আজ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ
মানুষের পূজা করে অহর্ণিশ!

বই কলম ছুঁড়ে ফেলে মোবাইল ধরেছে
ফ্রিফায়ার পাবজি খেলে ছাত্র সমাজ,
ইয়াবা আশক্ত নেশাখোর মদ্যপ মাতাল
বিচরণ করে যত্রতত্র, খবর নেই রোজা নামাজ।

কোথায় যুবশক্তি, কোথায় তরুণ সমাজ
হুঙ্কার ছেড়ে গর্জে উঠো, বারুদসম জ্বালাও স্ফুলিঙ্গ
বিশ্বকে করো কলুষ মুক্ত জ্যুতিমর্য,
তোমাদের পানে তাকিয়ে আছে নিখিলবিশ্ব
দূর করে দাও যত পঙ্কিলতার নৈতিক অবক্ষয়।

ঘুনেধরা সামাজটাকে ভেঙ্গে তছনছ করে
দিগন্তে ফুটাও নতুন প্রভাত,
যুবশক্তির মুক্তির দিশারি জরাজীর্ন বহ্নিশিখা
অন্ধ কুসংস্কার সমুলে করো কুপোকাত।

মিথ্যার কুয়াশা দিয়ে সত্যের সূর্য
সাময়িক আড়াল রাখা যায় বটে,
সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে
মিথ্যার অবশ্যই পরাজয় ঘটে।

ঈদুল আযহা

বিশ্ব মুসলিম উদ্ভাসিত সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায়
প্রতি বছর সেরাটা উৎসর্গ করে ঈদুল আযহায়।

ধর্মীয় চেতনায় অনুভূতি পায় গায়ে আসে জাগরণ
ঈদ উৎসবে মুসলিম উম্মার স্পন্দনে জাগে শিহরণ।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির খেলা, এ খেলার রহস্য বুঝা দায়
ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম গলদঘর্ম ঈমানী পরীক্ষায়।

তুমি সর্বাধিক প্রিয়টা দাও আমায়, ফরমান আল্লাহ
স্বয়ং প্রভূ নবী ইব্রাহিমকে বলেন আল্লাহর খলিলুল্লাহ।

শ'খানি দুম্বা আনি ধরি, আল্লাহর নামে দিতে কুরবানী
দুম্বা চায়না প্রভূ, কর্ণে ভাসে ইব্রাহিম নবীর দৈববাণী।

এবার নবী উটের কাফেলা আনি মিনায় দিতে কুরবান
ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখেন সর্বাধিক প্রিয়টা করিতেদান।

প্রভূর ইচ্ছা পুত্র ইসমাইলকে অবহিত করেন নিরালায়
আলহামদুলিল্লাহ! প্রভূর ইচ্ছে পূরণেত্বরা চলোমিনায়।

পুত্র শুধায় পিতাকে, ছিন্ন করুন পুত্রের মায়ার বাঁধন,
উন্মুক্ত খঞ্জরে নিজ হস্তে কুরবানী করো আপন সন্তান।

প্রভূর খুশিতে পিতা চালায় পুত্রের গলে শাণিত খঞ্জর
ঈমানী তেজে উচ্চস্বরে জবানে বলেন আল্লাহু আকবার।

ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত তপ্ত লহরী, রক্তে রঞ্জিত ভূষণ
একি! ইসমাইল পাশে দন্ডায়মান, দুম্বাই হলো কুরবান।

সেদিন থেকে প্রভূর হুকুমে চালু হলো কোরবানি প্রথা
বিশ্ব মুসলিম উদযাপন করে মহিমান্বিত ঈদুল আযহা।

ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত নবী ইব্রাহিমের কুরবান
এরই ধারাবাহিকতায় কুরবানী চলে মুসলিম জাহান।

প্রেমের দহনে

দূর ছাই! ভালো লাগছে না কিচ্ছু
আমি হেথায়, কোথায় প্রিয়োতমেষু।

এমন দিনে কি কবিতা লেখা যায়
এমন ঘন ঘোর আষাঢ়ী বর্ষায়?

আমি চন্ডীদাস রজকিনী নই, নই শিরি-ফরহাদ
লাইলী-মজনু নই, পার্বতী-দেবদাস।

মাথায় আজি কিলবিল করে শব্দচয়ন কত
এলোমেলো পংতিমালা ঘুরপাক খাচ্ছে অবিরত।

বাদল ধারা টপ টপ ঝরে যেন অশ্রুবন্যা,
সোহাগী আমার তেপান্তর মাঠে অধরা অনণ্য।

ময়ুরাক্ষী খোপা তাহার, কণ্ঠে কোকিল তানসেন
হরিণী চাহনি বঙ্কিম নয়ন যেন নাটোরের বনলতাসেন।

ষোড়শী উর্বশী সোহাগী আমার বাতায়নে বসে
দখিনা মলয় উপভোগ করে দাওয়ায় নিভৃতে হয়ে ধ্যানমগ্ন
সাধন প্রহর অস্তমিত, বেখেয়ালে কখন বয়ে যায় লগ্ন।

পুত পবিত্র জান্নাতি প্রেম দুটি হৃদয়ে চির বহমান
স্বর্গীয় উপাদান প্রেম প্রীতি হৃদস্পন্দনে দীপ্তিমান।

খাঁদ মিশ্রিত সোনা জ্বলে পুড়ে হয় নির্ভেজাল খাঁটি
প্রেমাগ্নির দহনে নিঃশেষ হয় ভেজালমুক্ত পরিপাটি।

নবীজির খোঁজে

আজ তিদিন গত প্রায় নবীজি নাই মদিনায়
তন্নতন্ন করে খোঁজে সবে নবীজির সন্ধান নাহি পায়।

তালাশে নবীর সাহাবী সকল মদিনায় ধুধু মরুভূমি
এদিক সেদিক খুঁজে হয়রান তপ্ত বালুর বিরানভূমি।

'যদি কিছু হয় প্রিয় নবীর, ধরে কারো থাকিবেনা শির'
নবী বিরহে ক্রোধান্বিত হয়ে গর্জে ওঠেন ওমর মহাবীর।

ইসলামের প্রথম মুসলীম আবু বকর নবীর নিত্য সহচর
'সংকটকালে উত্তেজিত নয়, ধৈয্য ধরো হে মাহাবীর ওমর।

এসো মদিনার অলিগলি খুঁজে, পাই যদি নবীর সন্ধান,
শত সহস্র সাহাবী প্রস্তুত নবীর জন্য দিতে রক্ত কুরবান।
বিষন্ন বদন, সজল নয়ন, জলভেজা সাহাবীর কপোল
মুসলীম জাহান, শোকে মুহ্যমান, কোথা পেয়ারা রসূল?

চলার পথে অনতিদূরে দেখেন মেঘপালক এক রাখাল
'দেখেছ কি তুমি কোথা সে পেয়ারা নবী আরব্য দুলাল?'

'নবী কি না জানিনা, এক লোক সেথা পাহাড়ের ঐ চূড়ায়
উম্মাতি উম্মাতি বলে সেজদায় কাঁদে নির্জন নিরালায়।'

রোদনে তাহার, করেনা আহার উট, দুম্বা, তরুলতা ঘাস
খুঁজিয়া পান নবীর সন্ধান তিন দিনের অভুক্ত উপবাস।

নবীজি অবিরত আল্লার ধ্যানে সেজদারত দেখেন ওমর
প্রিয় নবীর চেহারা দেখে বেহুঁশে কাদেন আবু বকর।

বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন দুজনে, হে মোদের পেয়ারা রাসূল
আপনি ছাড়া সোনার মদিনায়, শোকে মাতম সাহাবীসকল।

ওমর, আবু বকর বলেন, এই মুহূর্তে শির উঠাতে দরকার
আলীর স্ত্রী, হাসান হোসাইনের মা নবীর কন্যা ফাতেমার।

দু'পুত্রসহ আলীও ফাতেমা এসে বিলাপ করে নবীর শিয়রে
আঁখি খোল বাবা, সোজা করো শির ফাতেমা রোদন করে।

আমার জীবন করিব বিসর্জন তোমার উম্মতের জন্য
আবু বকর ওমর আলীর নেক আমল দিয়ে হবে ধন্য।

তবু নবী উঠায়না মাথা, পাপী খুলেনা আঁখি, শুধু বলে উম্মতি উম্মতি
রোজ হাশরে আমার পাপী তাপী উম্মতের হবে কি গতি?
ফাতেমা কান্দিয়া বলে পিয়ারা নবী আমার আব্বাজান
হাসান হোসানকে তোমার উম্মতের জন্য দিব কুরবান।

শির তুলে নবী দেখেন ফাতেমা, আলী, ওমর, আবুবকর
হাসান হোসাইনকে কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'আল্লাহুআকবার'

মোসা. হামিদা আক্তার

মোসা: হামিদা আক্তার। জন্ম- ১৫ই জুলাই ১৯৮৮ নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার হোগলাকান্দা গ্রামে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং বুয়েট থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন (গণিতে)। বর্তমানে তিনি একটি কলেজে গণিত বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। পাশাপাশি কবিতা লিখা তাঁর একটি শখ এবং নেশাও। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তাঁর লিখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর একটি সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

উপদেশ

জন কিছু বলে পিছু
ডাকুক অথৈ সাগরে বান।
আগে চল রেখে বল
দু'পায়ে ঝঞ্ঝা করে অবসান।
সফল হবার পথে, কিছু লোক ব্যর্থ রথে
টেনে ধরে শোনাবে শঙ্কার গান।
এ কথার ছলে, যদি যাও টলে
হলে তুমি অসিদ্ধেরই সমান।
তোমার ইচ্ছেকে দিয়ে কবর
রাখবে তোমার খেয়াল খবর
হাসবে যখন অট্টহাসি তখন কেনো তব মুখটি হবে ম্লান?
ভালো কিছু পেতে হলে
জীর্নতাকে পেছনে ফেলে
অবিচল গতিতে একান্ত চিত্তে হও আগুয়ান।
যদি দেখো কারো দুঃখ, ফিরায়োনা তব মুখ
নিজেকে কর সমর্পনে বলিয়ান।
সময় যেমনই হোক
ভালো মন্দ যাই আসুক
ধুলিমাখা পশ্চাতে পেতোনা কান।
ভুলো ভেদ ঈর্ষা, তবেই পাবে দিশা
জ্ঞাণী গুণী সূধীজন করবে সানুরাগে মহিয়ান।
শতবাঁধা পেড়িয়ে, লক্ষ্য চূড়ায় দাঁড়িয়ে
তুমিই রাখবে সেদিন বিশেষ অবদান।
সত্যের সন্ধানে, নানাবিধ ইন্ধনে
পিছপা হয়োনা চলো সমুখের পান।
মুখভার না করে, মন প্রাণ সপিবারে
সত্যসন্ধ হয়ে কর জোড় অনুসন্ধান।

মা

মা-গো মা তোমার ঐ মুখ
দেখলে মুছে যায় সব দুঃখ।
তোমার মুখের হাসি
মা-গো সবচেয়ে ভালোবাসি।
তুমি যদি মা-কাঁদো
যেন দুখের বন্ধনে বাঁধ।
তুমি যে মা সবচেয়ে আপনজন
তাই মায়া মমতায় ভরা এ ভুবন।
দিয়েছি মা তোমায় কত কষ্ট
তবু দেখি তোমার মুখটি মিষ্ট।
যদি হই কভু রোগে কাতর
তুমি হয়ে যাও শোকে পাথর।
কত কষ্ট কর তুমি মোদের জন্য
তুমি না খেয়ে জোগাও মোদের অন্ন।
চির দিন মা-গো তোমারি
সেবা যেন করিতে পারি
জান্নাত তোমার পদতলে জানি
দোয়া কর আমায় মাগো
খোদা যেন করেন মেহেরবানি।

বাস্তবতা

একদিন আটিখানা পেয়েছিলাম কুঁড়িয়ে
যতনে বাড়ির একধারে দিয়েছি পুড়িয়ে।
শুকিয়ে না যায় যেন গড়েছি আলবাল
নিত্য সাদরে রেখেছি নজর সামাল,
আশাঙ্কিত ছিলাম সদা ঘিরে বিবৃদ্ধি
টলিনি কভু, লালন করেছি আশ, হবেই ঋদ্ধি।
সানুরাগে বেড়ি দিয়ে কেটেছি আলোক লতা
তরুবর হবে একদিন, বিন্দু বিসর্গ করিনি কার্পন্যতা।
দিন যায় রাত যায় আপাঙ্গ আস্তীর্ন
ফলাগমে আশাবান দৈন্য বুঝি হবে চূর্ণ।
ক্রমে ক্রমে হলো বেলা বিটপি ফলবতী
খুশি মনে ভাবি, কে আছে আমারই মত ভাগ্যবতী!
কিছুদিন গত, একি হলো হায়-হারাতে হবে তারে আকস্মিক
ঘিরে আসে অথৈ আধার দিগ্বিদিক।
প্রাণ প্রিয় বৃক্ষ বিঘত গেল সরি
বাড়ি বাটি ছাটাছাটি, আহা কি-যে করি!
কালো বেলা এলো আজ
পরানে ভীষন লাজ
কিভাবে ছিড়ি তার ফল?
মোর বুকে নেই সেই বল।
জিজ্ঞাসিব কেমনে তারে
সে যে অন্য অধিকারে!
তারে খোয়ানোর ভয় করেছি কি কভু?
আদর আত্মির না হয় ঘাটতি
এ দোয়া সদাই মাঙি প্রভু।

বেলা

যখন পুবাকাশে রক্তভেজা রঙের তুলি আঁকে
মিষ্টি মধুর সুরে সুরে পাখিরা সব ডাকে।
যেন শিশির কনায় ফুলকলিরা ঝিলমিলিয়ে উঠে
তখন রাত্রি কেটে ভোরের আলো ফুটে।

যখন সূয্যিমামা মাথার উপর করে রৌদ্র বর্ষণ
গরীব দুখী কৃষান শ্রমিক খোলে গায়ের বসন।
সোনা দেহে ঘামের স্রোত চলে অবিরত
তবু মলিন মুখের একটু হাসি লাগে চাঁদের মতো।

যদি আকাশ মেঘে ঢাকে
ছোট্টবেলার রুপকথারা মনটা জুড়ে থাকে।
খোকাখুকির ছোট্ট মনে ভাল লাগার গান
রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি আসুক তাদের আহ্বান।

হঠাৎ যে দিন নদীতে বান আসে
জলের স্রোতে মায়ের মন কান্দে ভীষণ ত্রাসে।
এই বুঝি উড়াল দিল জীর্ণ ঘরের চালা
কপাল জুড়ে ভাবনা রেখা দিলে যিকির পালা।

যদি আকাশে চাঁদ উঠে
লক্ষ তারার আলোর বাতি জ্যোৎস্না মেখে ফুটে
তখন ওষ্ঠে আঁকে মুচকি হাসি বাংলা মায়ের মুখে,
নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে ঘুম আসে তার চোখে।

স্মৃতি অম্লান

দর্পনাস্ত প্রতিবিম্ব ছিলাম পরস্পর
একই ডোরে বাঁধা ছিলাম আমরা সহোদর।
পরো পরো জলে আজ ভরো ভরো আঁখি
এত স্মৃতি তাড়া করে কোথা বল রাখি।
কি সাহসী ছিলে তুমি পরে মনে ভীষণ
শত বাঁধা পায়ে দলে জয় করেছ উচ্চাসন।
সত্য বলায় কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ সদাই
পরাজয়ে ডরতনা বীর আসুক যত বাধাই।
নিন্দা কিংবা পরচর্চায় অতিশয় রোষ
কে-বা খুশি কে-বা রাগ তাতে কি আপোস?
সহস্রাধিক ব্যস্ততায়ও রাখত সবার খোঁজ
স্মিত হাস্যে জিঙ্গাসিত, কি হয়েছে ভোজ?
মনটি যেমন মায়াভরা মুখটি তেমন মিষ্টি
স্নেহমাখা বদনখানি কাড়ে আজো দৃষ্টি।
মনের যত দু:খ ব্যথা আনন্দ অভিলাষ
অকপটে চলত কথন করতো না নিরাশ।
বিচার বিবেক ধী শক্তিতে ছিল মনীষা
সরল সহজ চলন বলনে খুঁজে পাই দিশা।
আরো কত স্মৃতি জমাট বাধা মনের ভিতর
ধুমরে মুচরে অন্তর কাঁপে থরোথর।
যে হারায় সে-ই বুঝে হারানোর যাতনা
শোকাতুর চিত্তে হয় কি কোন সান্ত্বনা
তবু এটা ভেবে আজ সুখ লভি মন
এমন জীবন তুমি করেছো গঠন–
হাসছ তুমি অন্তর্ধানে কাঁদছে ভুবন।

আমি চাই

আমি চাই আমাদের ভালোবাসার প্রবাহ অমর হোক
আমার কবিতায়।
সোনার কাঠির পূণ্য পরশে
মেতে উঠুক উচ্ছল ভাবনায়।
বিচ্ছেদ বেদনা বভু নাহি ছুয়ে যাক
যদিওবা এসে যায় ত্বরা করে ভুলে যাক
থেমে যাক যত হানাহানি
স্লান হোক মর্মে গাথা গ্লানি
বাজুক অন্তরে মধুর সুর।
বিভেদ দেয়াল ভুলে
হাসব মোরা প্রাণ খুলে
দূরত্ব টুটে কাছাকাছি রইব বিভোর।
মোর ডানা ভেঙ্গে ফেলে
কভু যদি যাই ভুলে
উড়ে যেতে অচিনপুর।
তোমার ডানায় ভর করে নিও
শত ভুল ক্ষমা করে দিও
পাড়ি দিতে সাত সমুদ্দুর।
মানবো না কোলাহল
ভেঙ্গে যাবে সব বল
ভুলে সব ফুল হয়ে পাক পুর্ণতা।
প্রখম দেখাতে যেন
হয়েছি আত্মীয় হের
কখনও না পায় যেন ঠাই শঠতা।
মুগ্ধ আমি রূপে গুণে
আরো যখন ছড়াও মাধুর্য্য।
দেখেছি ধৈয্যের পরাকাষ্ঠা
যা অনস্বীকার্য।
শুধুই কি বড় হলে
শাসনের হাতটা থাকুক মাথায়।
আমি যেন কখু ভুলে
ভুলে না যাই সমুলে
ব্যথা নাহি দেই কভু কথায় কথায়।

হে প্রিয় জানি না
কোন বাঁধা মানিনা
রেখেছো বেঁধে তুমি কোন সে সুতোয়।
থাকতে দেহে প্রাণ
তোমারই সম্মান
দেবোনা কখনো লুটাতে ধুলোয়।

রাসেল সোনা

হেমন্তের ঐ আকাশটা আজ কেমন করে হাসছে!
মেঘেরা বুঝি জেনেই গেছে রাসেল সোনা আসছে।
বাবা মায়ের আদর স্নেহ আর বোনের ভালবাসা
ছোট্ট রাসেল সিক্ত হয়ে হারিয়ে ফেলে ভাষা।
পায়রা ছিল ভীষন প্রিয় খেলা ছিল বল
মন চাইলেই গড়িয়ে যেত চেপে লাল সাইকেল।
সকাল সন্ধ্যা থাকত মেতে ৩২ নং বাসা
ও-যে ছিল স্বপ্ন বালক সবার মনের আশা।
হঠাৎ করে ১৫ তারিখ রাত্রি নেমে এলো
ঘাতকেরই অনাচারে স্বপ্ন থেমে গেলো।
ছোট্ট সোনা জরোসরো হায়েনার ভয়ে এসে
বলল আমায় নিয়ে চলো বুবু-মায়ের কাছে।
না মানে বারণ না শুনে কাঁদন নেকড়ে গুলোর দল
কেঁড়ে নিল সোনার প্রদীপ বন্দুকেরই নল।
সেই ছেলে যে বড় হলে দেশ কাঁপাতো ঠিক
পশুগুলো বুঝতে পেরেই মারলো দিগ্বি দিক।
এক নিমেষেই থমকে গেলো নিথর হলো সব
মায়ায় ভরা সেই পাখিটা আর করে না রব।
সকল শিশুর হাসি কান্না কিংবা তাদের কাজে
তাদের কথায় তোমার কথা নিত্য দিনই বাজে।
এই বাংলার মাঠে ঘাটে সকাল দুপুর সাঁঝে
রাসেল আছে গান কবিতায় লাল সবুজের মাঝে।
কঁচি শিশুর হৃদয় জুড়ে জন্মদিনের বাঁকে
স্বর্গে থেকেও রাসেল যেনো স্বপ্ন ছবি আঁকে।

ওমর ফারুক

কবি ও কথা সাহিত্যিক ওমর ফারুক ১৯৯৬ সালে জন্ম নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্যাচর গ্রামে।তিনি সরকারি সফর আলী কলেজ থেকে বিবিএ এবং নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একজন কবি ও সাংবাদিক। দৈনিক সচেতন বাংলাদেশ পত্রিকার আড়াইহাজার প্রতিনিধি ও জাতীয় সাপ্তাহিক আমার কণ্ঠ পত্রিকায় বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও 'জাগ্রত প্রজন্ম' নামে একটি বিশেষ সাময়িকীর সম্পাদনা করে আসছেন। অমর একুশে বই মেলা- ২০২৩ এ প্রকাশিত একক কাব্য গ্রন্থ 'মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু'।

বহুরূপী মানুষ

জগৎ জুড়ে কতো প্রাণী দেখিলাম,
মানুষের মতো বহুরূপী প্রাণী কোথাও দেখি নাই।
চারিপাশে এখন শুধু বহুরূপী মানুষ দেখতে পাই।

বন্ধু সেজে কাছে আসে স্বার্থের কারণে,
স্বার্থ ফুড়ালে বন্ধু আমার পিঠে ছুড়ি মারে।
আমার সামনে মুখে মুখে প্রসংসা করে,
আড়ালে আবার অন্যের কাছে করে আমার কুখ্যাতি।

ভালো মানুষের মুখোশে থাকে,
যায় না তহাদের চেনা।
দিন রাত তারা করছে শুধু আমার সমালোচনা।
বহুরূপী মানুষগুলোর হিংসে করাই কাজ,
প্রবঞ্চনার জাল ছড়ানোই স্বার্থবাদীর কাজ।

ব্যক্তি সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে হিংসাত্বক হয় তারা,
বহুরূপী মানুষ থেকেই অবশেষে মৃত্যু তাদের হয়।

স্মৃতির পাতা

ইচ্ছে করে ফিরে যাই দুরন্ত শৈশবে,
যখন গোধূলি বেলায় খেলায় মেতে থাকতাম,
সন্ধ্যাবেলায় মায়ের বকুনি খেয়ে পড়তে বসতাম,
শৈশব হারিয়ে গেছে আমার স্মৃতির পাতা থেকে।

কতো লাফালাফি করতাম বৃষ্টির কাদা-জলে,
স্কুল ফাঁকি দিয়ে যেতাম তেতুল কুড়াতে,
বকুল ফুলের মালা দিয়ে পুতুল বিয়ে দিতাম,
শৈশবের দিনগুলো ছিলো আনন্দের মেলা।

কানামাছি লুকোচরি করতাম কতো খেলা,
নদীতে সাঁতর কেটে করতাম কত মজা,
ঝড়ের দিনে আম কুড়ানোর ছিল তাড়াহুড়া,
শৈশব ছিলো আমার নিষ্পাপ কোমল স্মৃতিতে ঘেরা।

ভালোবাসি তোমাকে

তোমার নামটি আমার মনে দাগ কাটে সর্বদা,
তোমার ছায়া দেখতে পাই স্বপ্নীল আকাশে।
তোমার প্রতিক্ষা আমায় রাত জাগাতে পারে,
তোমার কণ্ঠ শুনার ব্যাকুলতা সিঁদ কাটে এই বুকে।

তোমার সন্ধানে অচেনা পথে পা বাড়াতে পারি।
তোমায় এক পলক দেখার জন্য পাগলামী করতে পারি,
তোমার হাসির জন্য আমার খুশি বিসর্জন দিতে পারি।

তুমি যতোটা না দৃশ্যমান–
তার চেয়ে ও বেশি বিদ্যমান
আমার নিশ্বাসে আমার বিশ্বাসে।

আমার জীবনের সকালের সূর্যের আলো তুমি,
তুমি ছাড়া আমার আকাশ ভীষন মলিন।
আর তোমার সাথে প্রতিটি মুহূর্তই বসন্তের মেলা।
বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা জানাই তোমাকে উপহার দেওয়ায়।
ভালোবাসি তোমায় ভীষন ভালোবাসি।
তোমার হয়েই থাকবো শুধু তোমায় ভালোবেসে,
এই হিয়ার মাঝে আছো তুমি থাকবে চিরকাল।
একদিন তুমি আমার হবে শুধু এইটুকুই চাওয়া।
তুমি যে আমার হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা
ভালোবাসা।

লুৎফর রহমান রিফাত

কবি ও কথাসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিফাত এর জন্ম নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার প্রভাকরদী গ্রামের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক এবং এরাবিক লিটারেচার মাস্টার্স করেন। সাবেক সাব এডিটর দা জবান ডট কম। বর্তমানে সাহিত্য সম্পাদক ডেইলি সিগনেচার। তিনি একাধারে উপস্থাপক, অনুবাদক, আবৃত্তিকার।

নিস্তব্ধতার উচ্চাশা

শব্দের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে
কাগজের মরমর কোলাহলে।
শিশিরের আচ্ছন্নতা উবে যায়
অশ্বরিরী'র কদম তলে।

ঘুমের ঘরে বয়ে চলা মাস্তুলে,
স্বপ্নরা তলিয়ে যায় চোখের নোনা জলে।
এক পশলা সাফল্য গায় মাখবো বলে,
অবিরাম ছুটে চলা পরিশ্রমের দিকপালে।

দেখতে দেখতে খোয়া গেল কত বসন্ত।
শেষ হয়েও হইল না অধ্যায়ের অন্ত।
সান্তনার অনলে গোলাপের কয়লায় হই প্রস্ফুটিত।
জীবন নামক মরীচিকার দাবানলে আজো আমি ঘুমন্ত।

মুঠোয় ভরা স্বপ্ন

এক মুঠো স্বপ্ন ভিজিয়ে রেখেছি
শোখন পাতার খামে।
কয়েক পিস জোছনা বুনবো
তোমার ভেজা খোঁপার অতুলে।

দুহাত ভরে কিছু সাদা মেঘ জড়িয়ে দেবো
তোমার মুক্ত দানার চোয়ালে।
কাশফুলের নরম ঘ্রাণে তোমায়
ভাসিয়ে রাখবো অজস্র মন মন্দিরে।

তীরে শত আলপনা,
কত কল্পনা, নানা জল্পনা,
ইচ্ছের মুকুল তবুও স্বল্পনা।

শূন্যতা

একমুঠো রোদ হয়ে
উষ্ণতা ছড়াবো শিশিরের গায়।
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে
দূর করব গ্রীষ্মের ভয়।

আধার রাতের জোনাক হয়ে
আলো দিবো ঘাটের নায়।
নাটাই বিহীন ঘুরি হয়ে...
ওহ আমি যে আমারি নয়।

কাজী মাহবুবা ইয়াছমিন

কবি ও কথা সাহিত্যিক কাজী মাহবুবা ইয়াছমীন (মাবু) এর জন্ম নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা সদরে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনার্স এবং মাস্টার্স করেন। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা। তার লেখা কবিতা, গল্প বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তার লেখা প্রথম গল্প "অপ্রকাশিত বেদনা"।

বিজয়ী বেশে আমরা

আমরা স্বাধীন, আমরা বিজয়ী,
শত ত্যাগ তিতিক্ষায় হয়েছি জয়ী।
লড়েছি শত্রু সেনাদের সাথে,
যুদ্ধে তাদের পরাজয় মোরা হয়েছি জয়ী।

দেশ মাতৃকার মুক্তির তরে
লক্ষ শহীদ গেলো দুনিয়া ছেড়ে।
হিংস্র বর্বরতার কবলে পড়লো কতো,
জীবন বাজি রেখে বীর যোদ্ধারা লড়াই করে।

মায়ের মুখে বীরত্ব গাঁথা গল্প শুনে
বিজয় দিবস নিলাম হৃদয় জুড়ে।
স্বজন হারানো ব্যথা মর্মে বাজে
স্মৃতি কথা বাজে করুণ সুরে।

হারাতে চাইনা হে বিজয়ী "মা" তোমায়,
জাগ্রত হউক অচেতনতায় ঘুমন্ত যারা।
বলো তুমি, রক্তে গড়া গল্প আমায়।
শক্ত হাতে অস্ত্র ধরবে একদিন তারা।

বিজয়ের মাটিতে আছি মিশে,
কভু হারাবো না এই করিনো পণ।
সাহসীমনে চলব সবে এক সাথে।
গর্বিত মোরা সবার যেন থাকে বিজয়ী মন।

চিরকাল রব জয়ী রুপে সেজে,
আমৃত্যু মোরা রব এই মাটিতে মিশে।
লাল, সবুজে সাজিয়ে তুমি, আমি,
বিজয়ী "মা" চিরকাল রইবো শান্তির দেশে।

আমার দেশ তোমার দেশ
সবার তরে স্বাধীনতা, রইবো মিলেমিশে।
মানবতার চাষ আবাদে ভরবে ফুলে ফলে,
বিজয়ী বেশে সুখে দুখে রইবো বাংলাদেশে।

হে বৈশাখ

তুমি এসেছো নব বারতায়
আগন্তুক তুমি মোদের কাছে,
অতীব প্রমোদে সবে যে তাই
পুলকিত মন চমকে সাজে।

তোমার সম্ভাষণে শত অভিপ্রায়
ব্যাকুল হয়ে বিরহ শেষে,
নিরবধি সঙ্গী হবে তুমি
নব রুপে মোদের কাছে।

নিঃশেষ হবো না কভু আচমকা
তুমি রবে প্রিয় মোর জগতে,
শত বাসনা তোমার তরে
মন যাবে ভেঙে তোমার আঘাতে

কখনো উত্তাল সমুদ্রের কলল
নিরতিশয় তুমি প্রত্যাশার আচ্ছাদিত,
তোমার আগমনে মন রঙ্গিন
আম্র কাননে মুকুলে সুবাসিত।

তোমার তরে কত যে আয়োজন
রঙে রঙে সজ্জিত বৈশাখী মেলা,
তুমি এসো, নব উল্লাসে
মনে ঝড় বহে বিদায়ের বেলা।

এসো হে প্রিয় বৈশাখ
তুমি নব, তুমি আশার বর্ষ,
জেগে উঠে সহস্র সাধ
তুমি স্বপ্ন, তুমি চঞ্চল, তুমি হর্ষ।

হবে না তুমি অবসান
নব হয়ে থেকো অনাদি,
তোমার রূপে স্বপ্ন দেখে মন
লাল সাদার সাজে চলবে জীবন।

বিদায় বেলা

চলছে জীবন একরকম
খানিক মন্দ খানিক রহি ভালো।
জীবন তরী ভাসছে জলে
ছন্দ মাতন নিবু নিবু আলো।

আনন্দ বিষাদের আশ্চর্য খেলা
জীবনে কখনো আসে ঝড়।
আশার মাঝে কেটে যায় বেলা
স্বপ্নে গড়ি সুখের ঘর।

বিন্দু, বিন্দু স্বপ্নে গড়া
আশায় বেঁচে থাকা।
ভাঙ্গা গড়ার জীবন সে যে
সব কিছুই হবে ফাঁকা।

সারা জাহানে তিলেক সুখ
কেউ বা পায় তৃপ্তি।
রাজ প্রাসাদে থেকে ও কেউ
নয় সুখি, পেতে চায় মুক্তি।

এইতো জীবন অবধারিত
মনস্বীতে কাটে ঘোর নিশি,
প্রভাতে উঠে উপকতার গল্প
তিরিষা তে কাটে আধারের শশী।

বহমান জীবন যেন চলছে ছুটে
স্নেহমায়ায় হয় যে কভু অভিভূত,
একটু ফুরসতে হারাতে চায় মন
প্রকৃতির রূপে হয় যে বিমোহিত।

মনের মাঝে জমে থাকা স্বপ্ন গুলো
আজো হয়না পূরণ, দেয় বেদনা মনে।
পূর্ণ হবে কবে কোন সে সাধনাতে,
দীর্ঘ সময় পাড়ি দিলাম আলোর সন্ধানে।

ইহকালে স্বর্গ নয় মূল কাঠি
ভাবনার তরে সবাই মোরা থাকি।
পরকাল কে কয়জনাই ভাবি,
জীবন চলায় দিচ্ছি আসল ফাঁকি।

পরজগতে সুখের লাগি
ভাবনাহীন মানব জীবন,
এই জগতের ভোগ বিলাসে
ভাঙ্গে গড়ে হাজারো মন।

বিদায় বেলা গনায় সবার তরে
শেষ হবে তো জীবন রঙ খেলা।
সঙ্গে যাবে শত পাপের বোঝা,
হিসাব নিকাশ নেবে সবই ঐ বেলা।

আমি আছি, আমি থাকবো

আমি আছি আমি থাকবো তোমার সাথে
বেঁচে রবো তোমার হৃদয় মাঝে।

উন্মনা হয়ে থাকি প্রত্যাশায় সকল কাজে
এই বুঝি তুমি ডাকবে প্রেমের রূপক সাজে।

গভীর বাঁধনে বেধেছো আমাকে,,
ঘুমের ঘোরেও তাই খুঁজি তোমাকে।

আমি ইন্দ্রানী ওগো তোমার,
তুমি মিশে আছো হৃদয়ে আমার।

অগুনতি ভালোবাসার বাঁধনে,
দিও না অভিঘাত মোর মনে।

পেয়েছি অভিনবত্ব প্রাণ তোমারই লাগি,
তোমার কবোষ্ণ বুকে মাথা রেখে রাত জাগি।

লোচন আমার তিমিত জলে,
অদৃশ্য হও যখন নিশিকালে।

দিবাবঞ্চে কাটাই প্রহর,
হৃদয় চলে দীর্ঘ বরিষণ।

আমি আছি হৃদয়ের গহীন কোণে,
কখনো ভুলো না রেখো মোরে স্বরণে।

জীবনতরী থেমে যাবে তোমায় না দেখলে,
অসাধারণ এক অনুভূতিতে আমায় বাঁধলে।

চোখ মেলে তোমায় খুজেঁ ফিরি,
তোমায় নিয়ে পাড়ি দেব স্বপ্নের সিঁড়ি।

ধরার মাঝে তোমায় সাথী করে,
এক সঙ্গেই যাব পরপারে।

আমার হিয়ার মাঝে তুমি একজন,
হৃদয়ের স্পন্দন, সবচেয়ে প্রিয়জন।

আমি আছি, আমি থাকবো,
তোমার তরে ভালোবাসার কুটির গড়বো।

নদীর তীরে আমার বাস

নদীর তীরে আমার বাস
থাকি নীড় বেঁধে,
তীরে বসে ভাবি আমি
প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার পড়ে।

ডিঙি নৌকা বয়ে যায়
মাঝি বৈঠা টানে।
স্রোতে জল টলমলে
শাপলা ফোটে নদীর জলে।

চারদিকে কাশবন
সাদা বকের ঝাঁক,
দল বেঁধে নদীর জলেতে
শত হাঁসের বাস।

গাঁয়ের বঁধু ঘোমটা টানে
কলসি কাখে নিয়ে,
নদীর জলে ভরে কলসি,
হেটে চলে আলতা পায়ে দিয়ে।

সন্ধেবেলায় তীরে ভীরে
ক্লান্ত জেলের ডিঙি,
তাঁরারা সব আকাশেতে
করে যায় ঝিকিমিকি।

চাঁদ মামা উঁকি মেরে
টিপ দেয় কপালে,
চাঁদের হাসিতে কখনো
খুশির বন্যা গগনে।

নিশি রাতে তীরে বসে
ছন্দের তালে বলি,
এতো সুখের স্বর্গ ছেড়ে
কি ভাবে যে চলি।

ভালো আছি নদীর তীরে
ভালো কাটে সারাবেলা,
দক্ষিনা হাওয়ায় মন কাড়ে
প্রভাতেই শুরু পথচলা।

তুমি এসো, মোর নদীর তীরে
বসতে দেবো নদীর পাড়,
ভালোবাসা দেবো তোমায়
যতটুকু আছে আমার।

শহীদ স্মৃতির মাস

অমর একুশের মাস,
শহীদ স্মৃতির টানে,
রক্তের বিনিময়ে ভাষার দাবিতে
অমর হয়েছে ভাইরা ১৯৫২ সালে॥

সালাম, শফিক, রফিক বরকত
আরো কত ভাই হারানো স্মৃতির মর্মরে,
ভাই হারানো শোক বেদনায়
একুশ আসে বারে বারে ফিরে।

রক্ত ঝরা পিচ ঢালা পথ
আজো কাঁদে বাংলা ভাষার তরে,
ছিনিয়ে এনেছে, মাতৃভাষা
বীর বাঙালি জেগেছে প্রাণের আমন্ত্রণে।

স্বদেশ প্রেমে জীবন মরণ
ত্যাগী ভাইরা উঠেছিল জেগে,
বাংলা ভাষা রক্ষায় রক্তে রঞ্জিত
রুক্ষমূর্তি চলছিল দুর্জয় বেগে।

বাংলা মোদের মায়ের ভাষা
শহীদদের লক্ষ প্রাণের ত্যাগে,
রক্তে লেখায় রাখবো ধরে
বাংলা বর্ণ প্রতি প্রভাত রাগে।

পাখির গানে মুগ্দ্ধ কবি
উর্মিমালার স্রোতের সারি।
পাহাড় ঝরনার সুরে প্রকৃতি
গানে কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারি॥

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
সুর মিশেছে বিশ্বায়নে গভীর বন্ধনে।
স্বার্থক হলো শহীদ ভাইয়ের ভাষা সংগ্রামে,
সকল বাঁধা ডিঙিয়ে রহি মানব কল্যাণে।

মায়ের ভাষা ভুলিবোনা মোরা
ভাষার তরে রাখিব শ্রদ্ধা,
অটল অনড় বিশ্বাসে মোরা
যতো দিন বহিবে কল্লোলে পদ্মা।

বিমোহিত করে যে ভাষার গান
আশায় আলোয় যাবে পথচলা,
ঘুচাবো মোরা যতো দুঃখ ব্যথা,
মমতাময়ী বাংলা মায়ের আছে বলা।

নারী

কোমল বিনয়ী মায়াবতী ললনা
স্বীয় স্বার্থে নাহি দেয় লোভ,
বিত্ত বিভবে থাকেনা কোন তেষ্টা
নিরলস পরিশ্রমে ও পায়না সুখ।

নিলয় মাঝে নিবিড় বন্ধন
মনন থাকে অনন্ত তুষ্টি,
অনুতাপে তার আদল যেন
স্রষ্টার গড়া মায়াবী সৃষ্টি।

চূর্ণিত নসিবে শংকা সর্বজনে
জীবন চলাতে হয় যে সমাপন,
নয়ন জলে সমুদ্রের কলল
অদম্য পরিশ্রমে অদিনে স্খলন জীবন।

তিক্ত তবুও নারী মন কাঁদে
জীবন হৃতি হয় কোন শাপে,
সংসারের সুখ শান্তি তে আসক্ত
স্বপ্ন সাধনায় স্পৃহা জাগে।

নারী মাতা, নারী ইলা নিরন্তর ত্যাগে
রুদ্ধ দুয়ার যায়না কভু খোলা,
উপমা হয়না নারীর সনে
শত জনমে নারীর তিতিক্ষা যায় না ভুলা।

নিরলস ক্লেশে দিবা কাটে
নিশিতে নয়ন জ্বলে সাজে,
নিঝুম হয়, নারীর সকল চাওয়া
সহিষ্ণুতা চিরকাল তার মাঝে।

পূন্যবতী তুমি নারী, তুমি অবলা
তোমার তরে সকল স্বর্গ চাওয়া,
তুমি বিনা নিথর পৃথিবী
তুমি যে অনেক স্বপ্নে পাওয়া।

নারী যেন অতুল ভাবায় মগ্ন
শত ঝটিকায় নাহি ছাড়ে মায়া,
মমতা, কৃপা স্বীয় স্বার্থে নয়
সংসারেতে দিয়ে যান ছায়া।

নারীর মন সততা ভরা
হেলায় তার যায় যে বেলা,
রহিম, রহমানের গড়া নারী
এই তো জীবন, গোলক ধাঁধাঁর খেলা।

মমতাময়ী নারী মরনে শেষ সকল প্রভা
আলয় হবে অমাবস্যায় ঘেরা
আসবে যখন বিদায়ের আভাস
অনুতাপের লিপি জগৎ ভরা।

অতৃপ্ত বাসনা

জগৎ জুড়ে থমথমে ভাব
মেঘে ঢাকা নীল আকাশ,
হৃদয় মাঝে কষ্টের সাগর
পূর্ণ হলো না জীবনের সাধ।

স্বর্গ সুখে গড়ছে জীবন
কে বা গড়ে অট্টালিকা,
জীবনের পাতায় সব শূন্যতা
ব্যর্থ মনে ডায়েরি লিখা।

অতৃপ্ত বাসনা আজ অবধি
হৃদয়ে জ্বলে অগ্নি হয়ে,
ফুরাবে না কভু তিক্ত জ্বালা
চিরকাল যাবে শুধু বয়ে।

হার জিতের এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায়
চলে কতো রঙ খেলা,
অনন্তকাল স্বপ্ন দেখে মন
গোলক ধাধাঁর শেষ বেলা।

চলছে জীবন চলছে দ্রুত
থামবেনা কভু পথ চলায়,
জীবন খেলায় হেরে কেউবা
নয়ন মাঝে অশ্রু ঝরায়।

সুখ নামের পাখিটা আজ
অদৃশ্য হয়ে যায় বারেবার।
ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে,
আসবে কবে আছি প্রত্যাশায়।

অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ সাধ
রয়ে গেল স্বপ্ন লোকে,
আকুপাকু হৃদয় অচৈতন্য স্তম্ভিত
ভাবনা শুধু মোহকর স্বর্গ সুখে।

বিষন্ন উদ্বেগ পেড়িয়ে অবসন্ন
হররোজ অমরতা কাটে অবিরত,
হৃদয়ভাব বয়ে যাই নিতুই
নিস্প্রভ মন বাসনায় বিব্রত।

স্বার্থ ত্যাগে অবনী মাঝে
লভিবে না কেন বলি।
জীবন সাধনায় হেরে যেন
পুলকিত হৃদে অভিনয়ে চলি।

আমরা স্বাধীন

আমরা আজ সবাই স্বাধীন
স্বাধীন সকল মা-বোন,
আঁধার কেটে ভোর এলো
এইতো প্রশান্তির জীবন।

স্বাধীন দেশে বেঁচে আছি
নেই আক্ষেপ, নেই ভয়,
লাখো জীবনের ত্যাগে পেয়েছি
কাঙ্ক্ষিত সেই বিজয়।

মুক্তি পাগল সবাই করল লড়াই
কেটে গেল মেঘ পরাধীনতার,
লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগে আজ
বীর গাঁথা রয়েছে বাংলার।

নেই বেদনা বাংলার বুকে
সোনার বাংলায় আছি মোরা,
মরণ যন্ত্রণা সহ্য করে
দেশকে শত্রুমুক্ত করল বীর সেনারা।

স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানুষ
হলাম দেশের স্বাধীন জাতি,
বীর সেনাদের প্রাণের বিনিময়ে
বঙ্গদেশ পেল বাংলাদেশ খ্যাতি।

মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলি
স্বাধীন বাংলায় আছি বেঁচে,
বীরত্বের জন্য যারা সর্বশ্রেষ্ঠ
জীবন দিল মুক্তি যুদ্ধে।

বাংলা জয় করে স্বাধীনতা পেলাম
শত দুঃখ, কষ্ট আর নীপিড়ন,
মৃত্যু যেন ছিলো দ্বারপ্রান্তে
তবুও স্বাধীনতা এলো বাঁচল প্রাণ।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যারা
অধীর ছিলো হাজারো মুক্তি পাগল,
সহস্র শহীদের রক্তের বদৌলতে
স্বাধীনতা করলো সবাই অর্জন।

আমি তুমি আছি বেঁচে
স্বাধীন এই বাংলার বুকে,
বাংলার মাটিকে ভালোবেসেছি
দেশবাসী আছে যে সুখে।

সফুরউদ্দিন প্রভাত

সফুরউদ্দিন প্রভাত (মোহাম্মদ সফুরউদ্দিন মিয়া) এর জন্ম নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ছোট বিনাইরচর গ্রামে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল লেখক ও সাংবাদিক। তার সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থের মধ্যে 'গৌরবের আড়াইহাজার', 'হে প্রণম্য হে পিতা' ও 'বাংলার ধ্রুবতারা' উল্লেখযোগ্য। তার প্রকাশিত একক গ্রন্থগুলো হচ্ছে 'শূন্যতা পূরণ হবার নয়', 'স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া' ও 'ইতিহাসের ধ্রুবতারা'।

স্মার্ট বাংলাদেশ

অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসনের ভাবনায়
"দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুতে টিকবেনা বাংলাদেশ"
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারতো বাংলাদেশকে
"Bottomless Basket" বলতে দ্বিধাই করলেননা।

কিন্তু,
স্বাপ্নিক বঙ্গবন্ধু ছিলেন অবিচল ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব
তিনি স্বপ্ন দেখতেন,
এদেশ হবে উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্র
এবং যা হবে "স্বপ্নের সোনার বাংলা"
তাই,
বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নিয়েছেন নানান পরিকল্পনা
কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ
সকল খাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে
শুরু হয় তাঁর অদম্য পথচলা।

তারই ধারাবাহিকতায়
সেই বঙ্গবন্ধুরই কন্যা শেখ হাসিনা
আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে
এদেশকে করেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ।
এখন,
জনগণ গ্রামে বসেই পাচ্ছেন শহরের সুবিধা।
নিজের টাকায় পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল আর কর্ণফূলী ট্যানেল
আমাদের আত্মবিশ্বাসকে করেছেন দৃঢ়তর।
'বাংলাদেশ উন্নয়নে বিশ্বে এখন রোল মডেল।'

এবার আরও এগিয়ে যাওয়ার পথে
আমরা হতে চাই,
একটি স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক।
তাইতো,
বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রবল আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা
'গন্তব্য এখন দুই হাজার একচল্লিশ
চার মূল ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি।
আমরা পাবো,
"সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী বাংলাদেশ।"

"আমরা এগিয়ে যাবো, এ আমাদের বিশ্বাস।
বিশ্বের বুকে মাথা করিব উঁচু, ছাড়িব মুক্তির নিশ্বাস।"

শুভ জন্মদিন

শ্যামলে ঘেরা গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়
সতের মার্চ উনিশশত বিশ
জন্ম নিলো–
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকা থেকে মিঞা ভাই
বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা
শামসুর রাহমানের 'ধন্য সেই পুরুষ'
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ তাই একই সূত্রে গাঁথা।

ইতিহাসের মহানায়ক
হে ক্ষণজন্মা নেতা
তোমার জন্যই পেয়েছি আজ
লাল সবুজের পতাকা।

তোমার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা'
গড়বো মোরা একসাথে
তোমার জন্মদিনের শুভক্ষণে
এ দীপ্ত প্রত্যয় আজ।

ক্ষমা কর প্রভু

চলতে চলতে একদিন
থেমে যাবে প্রাণ পাখি
মায়াজালের বাঁধন টুটে
হারিয়ে যাব দূর অজানায়
কোথায় তার ঠিকানা
কার বা আছে জানা?
একে একে ভুলবে সবাই
এ কথাই যেন সত্য।

তবে কিসের অহংকার
কিসের এতো বড়াই?
সবকিছুই তো আজ মিছে
নির্মম সত্য এটাই যে ভাই।

জীবন সাহাহ্নে হিসাব মেলা ভার
হে প্রভু, ওগো দয়াময়
ক্ষমা কর আজ
পার কর আমায়।

কেমন আছো?

মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জারে ভেসে আসলো একটি SMS–
কেমন আছো?
বহুবার এ শব্দটির মুখোমুখি হলেও
ওই দিনকার অনুভূতিটা একটু ভিন্নই ছিল
হৃদয়টা আচমকা নাড়া দিয়ে ওঠে
ফেসবুক আইডিটাও কেমন যেন অচেনা লাগছে
তবুও কোথায় যেন একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে।
যাই হোক খুব বেশি ঘাটাঘাটি করতে হয়নি
অল্পতেই আবিস্কার করলাম
এ যে আমার বহুদিনের প্রত্যাশিত ব্যক্তি
কবিতা, এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়

সময়ের পরিক্রমায় কেটে গেছে অনেকটা সময়
জানতে চেয়েছো...
এ আমি কেমন আছি?
প্রশ্নটা নিতান্তই সহজ কিন্তু উত্তরটা আনুভূতিক
বার বার নিজেকে প্রশ্ন করি
আসলে আমি কেমন আছি?

"ভোরের আলোক ফোটার মুহূর্তে যখন ঘুম ভাঙে
পুব আকাশে উঁকি দেয় সূর্য
হৃদয়ের গহীন থেকে তখন ভেসে আসে
তুমিহীন একরাশ হাহাকার"
কবিতা, এখন তুমিই বলো...
আমি কেমন আছি?
আমারও যে জানতে ইচ্ছে করে
প্রতিক্ষণে-প্রতিমুহূর্তে নিঃসঙ্গতায় একান্তক্ষনে
ভালো আছো তো?
তুমি ভালো আছো তো?

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখতে মানা নেই
দেখতেও ভালোবাসে সবাই
স্বপ্ন যে আমার আকাশছোঁয়া
পারবো কি পূরণ করতে?
চেষ্টা করতে দোষ কি তাতে?
স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে
যেন অক্সিজেন দিয়ে
হতাশাকে দূরে ঠেলে
আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বপ্ন যে আমার আকাশছোঁয়া
স্বপ্নে গড়ি রাজ প্রাসাদ,
আমার ঘর আমার সংসার
হাজারো স্বপ্ন নিয়ে বসবাস
এ স্বপ্ন কখন সত্যি হবে?
বল, কে তা জানে?
অনুভবে একান্তে নিরজনে
স্বপ্নেই থাকি সুজনে কুজনে
তাইতো কবির দৃঢ়তা–
"যদি লক্ষ্য থাকে অটুট
বিশ্বাস হৃদয়ে হৃদয়ে
হবেই হবে দেখা
দেখা হবে বিজয়ে।"

বই পড়ি

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি
আর মোবাইলে আসক্তি
তরুণ-যুব- কিশোরেরা
হচ্ছে বিপথগামী।

ধর্মান্ধতার বাড়াবাড়ি,
কুসংস্কার আর নানামাত্রিক ভন্ডামি
সমাজব্যবস্থায় শিকড় গেড়েছে বহুদূর।
থামছেনা হানাহানি
ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাকার
হচ্ছে জগৎসংসার।

মাদকের কড়াল গ্রাসে
স্বপ্ন হচ্ছে বিনাশ
সামাজিক অবক্ষয়ে আজ
অস্থির সমাজ ও পরিবার।

উত্তরণের পথ খুঁজতে
হিমসিম খাচ্ছে সকলে।
কে দিবে এর সমাধান?

মনীষীরা বলেন,
'এসো ভালো বই পড়ি,
নেশামুক্ত জীবন গড়তে
বইয়ে রই মত্ত।
সাদা কাগজের কালো লেখা
দিতে পারে সমাধান!
ইহকাল আর পরকালে
পাবে সঠিক পথের সন্ধান।'

স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া

একসময়কার অবহেলিত জনপদ 'আড়াইহাজার'
উন্নয়নের শীর্ষে আজ
শৃঙ্খলিত সমাজ গড়ে
প্রিয় নজরুল ইসলাম বাবু ভাই
দরিদ্র্যতাকে করেছে বিদায়।

বাড়ি থেকে বের হলেই
পাকা সড়ক আর অসংখ্য ব্রীজ কালভার্ট
স্বাচ্ছন্দে চলাচলে খুলেছে দ্বার।

চলাচলে এখন আর নেই–
নৌকা কিংবা কলা গাছের ভেলা
আঞ্চলিক মহাসড়কগুলো এখন প্রশস্ত আর উন্নত
সড়ক-মহাসড়কে শোভা পাচ্ছে–
বিআরটিসি বাসসহ হরেকরকম যান
নেই কোনো যানজট।

ঠিকানাবিহীন দরিদ্রদের আশ্রয়ণ প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস,
পঞ্চাশ শয্যার হেলথ কমপ্লেক্স, আইসিটি ভবন
গণগ্রন্থাগার, আধুনিক ডাক বাংলো, অডিটরিয়ামসহ
রেকর্ড সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

ভাবতেই ভালো লাগে–
দেশের বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল এখন আড়াইহাজারে
দেশ বিদেশের নামি-দামি কোম্পানির শিল্পকারখানা
আর লাখো মানুষের কর্মসংস্থান–
অভূতপূর্বভাবে বদলে যাচ্ছেএ জনপদ।

গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজসহ
নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন
জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন
মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ আর কম্পিউটার
ডিজিটাল আড়াইহাজার ক্রমশই স্মার্ট বাংলাদেশের অংশীদার
'সরকারি সফর আলী কলেজে' অনার্স কোর্স চালুতে
উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মুখরিত ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায়
শিক্ষার হার ছাব্বিশ থেকে নিরানব্বই
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাডার সার্ভিসসহ বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি চাকরি
তাঁরই কল্যাণে সুযোগ পেয়েছে অসংখ্য মেধাবী।